**প্রবচন**

**( অধ্যাপক ডাঃ শৈবেন্দু কুমার লাহিড়ীর বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ; স্মৃতি ভিত্তিক লেখা)**

১) আমি বগী (বক) ঠকিনা, দেখি শুনি কই না (মা)। (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (এই বক খুবই বিজ্ঞ; অনেক কিছু জানেন কিন্তু প্রকাশ করেন না)৷

২) আমার প্যাটের (পেটের) ছাও (ছেলে) আমারেই ধইরা খাইবার চাও (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩) উইড়্যা যায় বক, আমি তার গুনি রগ(শিরা)(মা)। (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (আমি এতটাই সজাগ যে খুব গোপনে করা কাজ ও ধরে ফেলি)৷

৪) তুমি চল ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায় (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৫) আদেইথলার হয় পুত নাম রাখে যমদূত (দাদামণি)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৬) সব কথা আছে মোর চিত্তে কাথা কাইড়্যা নিসে (নিয়েছে) মাঘ মাসের শীত্তে(মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৭) বাচতে দিলনা ভাত কাপড়, মরলে কোরব দান সাগর (বিমল জামাইবাবু - রাঙাদির স্বামী)। (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৮) গরীবের একটা মরণ কোনোরকমে চিত্তইয়া পইড়্যা থাকন (দাদামণি)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (অকিঞ্চিৎকর মানুষের অবহেলিত মৃত্যু)৷

৯) খায় দায় পাখিটি বনের দিকে আখিটি (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (আনমনা কিশোরী মেয়েদের বা এমনি ও মেয়েদেরকে বকাঝকার সময় ব’লতেন)৷

১০) মাছের বল জল, জলের বল মাছ (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (সবাই মিলে একসঙ্গে থাকলে পরস্পরের শক্তি বৃদ্ধি হয়)৷

১১) কাউয়ার (কাক)বাসায় কুলির (কোকিল) ছাও জাত স্বভাবে করে রাও (আওয়াজ) (বড় জ্যাঠিমা)৷ (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। ( যার যা স্বভাব তা বেরিয়ে পড়বেই)৷

১২) বউ বড় রূপসী, শীত কালে শীতকাটা, গ্রীষ্ম কালে ঘামাচি (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

১৩) আরান্দুনির হাতে পইড়্যা রুই মাছ কান্দে, না জানি রান্দুনি আইজ কোন মাছ রান্দে (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

১৪) আটাইয়া (আটমাসে) তো হ’স (জন্মাস) নাই, এগারো মাসে জন্মাইসস্, হাত থেইক্যা জিনিস পড়ে ক্যান্? (দিদিমা মাকে হাত থেকে জিনিস পড়ে গেলে এই কথাগুলো বলে বকতেন)। (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (পুরো সময়ের আগে তো জন্মাসনাই বরং সময়ের অনেক পরে জন্মাইসস্ – তা হইলে তো বেশী শক্ত পোক্ত হওয়ার কথা; তা হইলে হাত থেইক্যা জিনিস পড়ব ক্যান্?)

১৫) পিঠা খাও পিঠার ফইড় (ফুটোগুলো) গোন না (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।(তৈরী করা জিনিস পাও / খাও – তৈরী করার কষ্ট বোঝ না)৷

১৬) চালুনিরে নিন্দায় সূচে, বাওসেরে নিন্দায় ঝারি, জুনিপক্ষি (জোনাকি) তে মাণিক্য নিন্দায় সেই সে দুঃখে মরি (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

১৭) মরণ কালে হরির নাম (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (সারা বছর লেখাপড়া না করে পরীক্ষার আগে লেখাপড়া করা ; শেষ মুহূর্তে কাজ করা)৷

১৮) এ্যায়সা দিন নাহি রহেগা – এই দিন নিয়া থোও সেই দিনের কাছে (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (সুখের দিনে ধরাকে সড়া জ্ঞান কোরোনা, পরে দুঃখের দিন আসতে পারে সেটাও মাথায় রেখ)৷

১৯) আমি কান্দিনা লাজে, বইনে কান্দে সভার মাঝে; অথবা, মা কান্দেনা লাজে, মাসী কান্দে সভার মাঝে (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২০) যে নারী সতীনে পড়ে বিধি তারে ভিন্ন গড়ে (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২১) আমিও কানা দাদাও চোখে দ্যাখে না (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।(আমি কোনও বিষয়ে অপারগ বা জানিনা বা দেখিনি, দাদার অবস্থা ও তথৈবচ)৷

২২) সম্মুখ সুন্দরের ঝি (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (স্বামীকে কটাক্ষ করে মেয়েকে বকাবকি করা; বাবার অহেতুক কন্যাস্নেহকে কটাক্ষ করা)৷

২৩) থ্যাঙ্কামণির (বোধহয় থাঙ্কমণি কুট্টিকে বোঝাতে চেয়েছেন) ডান্স পাইস (ছোটমাসী তাঁর কিশোরী মেয়ে বুলি অর্থাৎ আমার বুলিদিকে বকাবকি করার সময় বলছেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২৪) ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা তার নাম মহা ঊষা (ব্রাহ্ম মুহূর্ত)(মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২৫) পারবিনা ক্যান না পারলে খাবি কি? (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২৬) আমের হইসে বীচি কাঠালের হইসে কোষ এখন হইসে বন্ধু তোমার পাছার দোষ (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২৭) তার হরাত (শ্রাদ্ধ) করা কাম (বন্ধু সুমিত মোদকের দিদিমা রেগে গেলে বলতেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২৮) তুই একটা গব্বস্রাব (গর্ভস্রাব) (অথবা), তুই আমার একটা গব্বস্রাব (মানে অপদা্র্থ) (ঠাকুরমা রেগে গেলে বলতেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২৯) আধার (আঁধার) ঘরের সাপ সব ঘরেরই সাপ (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩০) কইলে লরা লরা (কাঁড়ি কাঁড়ি) না কইলে প্যাট ভরা (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (বললে অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হয়, না বললে নিজের ভেতর কথা গুলি থেকে যায়)৷

৩১) বিক্রমপুইরা কাউয়া (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (যেহেতু বিক্রমপুর জল প্রধান জায়গা সেজন্য বিক্রমপুর এর বেশীর ভাগ ছেলেরাই শিক্ষিত হোত এবং রোজগারের জন্য বাইরে বাইরে ছড়িয়ে পড়ত)৷

৩২) এ্য।কই সময়ের বিয়া কেউ যায় ছেলে কোলে লইয়া কেউ থাকে চাইয়া (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩৩) তবু তো ও পোলার মাগ্গ (পাছা) মাইয়ার মাগ্গ মুছাইল (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩৪) উড়লে মশা পরলে হাতি (দিদিমা মাকে রেগে গিয়ে বলতেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (কাজ ক’রলে খুব তাড়াতাড়ি করে, কিন্তু না করলে হাতির মত অনড় হয়ে থাকে)৷

৩৫) জয়কালে ক্ষয় নাই মরণকালে ওষুধ নাই (বাবা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩৬) দাদ ছাড়া চাম নাই রূপচান (রূপচাঁদ) নাম,

জল ছাড়া মাটি নাই ঠনঠইনা (ঠনঠনে শুকনো) গ্রাম,

অমইরা (অমর) মরসে, লহ্মী কুড়ায় নাড়া (ধানগাছের গোড়া),

এ্যার জইন্যই মায় (মা) নাম থুইসিল ঠ্যানঠ্যাইনা খোড়া (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

(অনেক সময়ই চরিত্রের বিপরীতধর্মী নাম লক্ষিত হয়)৷

৩৭) আমার জামাইরা সব লোকমাইন্য (দিদিমা তাঁর তিন জামাই এর সম্বন্ধে বোধহয় বিরক্ত হয়ে বা কটাক্ষ করে বলেছিলেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩৮) ভিড়াইয়া দিলাম বাদশা বনে খায় না না-খায় তা ধোকড়ে জানে (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩৯) কুজার (কুঁজোর) ও ইচ্ছা হয় চিত্তইয়া (চিৎ হয়ে) শুইতে (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৪০) আপনা আপনা পর পর যে না বোঝে বর্বর (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (বেশীর ভাগ মানুষ নিজের কাজ বা পাওনা গুছিয়ে নেওয়ার পরে আর পিছনে তাকিয়ে দেখেনা-সেই কারণে যিনি অপরের জন্য করলেন তিনি নিজের জন্য এই বর্বর শব্দটি প্রয়োগ ক’রে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন)৷

৪১) আবইলে গাই দোয়ানো (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।(মনে হয় নেপোয় মারে দই বুঝিয়েছেন) ৷

৪২) আপনা বইন কান্দেনা লাজে মাসাইত্ত (মাসতুতো) বইন কান্দে সভার মাঝে (মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৪৩) বনে বনে আছে মা ধইরা ধইরা খাও (মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।(নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া)৷

৪৪) হারামজাদা রএ্যাজালা (ভীষণ জ্বালাতনকারী)পোলা (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)। (ঠাকুরমা তাঁর নাতিদের রেগে গিয়ে বা আদরের বহিঃপ্রকাশে বলতেন)৷

৪৫) সম্পত্তি আছে লাইড়্যা চাইড়্যা (নেড়ে চেড়ে) খাইব - চিন্তা কি (পূর্ব পুরুষের কথা-বাবার কাছে শোনা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৪৬)হটাৎ হটাৎ (হঠাৎ হঠাৎ) ভিতরখান বাইর অইয়া (হইয়া) আসে (মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৪৭) তোমার আছে গরু আমার আছে ভেড়া (শ্বশুর মশাই এর গানের সুর না থাকায় শাশুড়ী মা যখন সুর করে গাইতে বলতেন তখন শ্বশুর মশাই এর রাগের উৎসার ঐ প্যারোডি) (দীপালি)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৪৮) শাখাহাতি (শাঁখা হাতে পরা গৃহিণী) শাখা নাড়ে (ঘরের ভেতর অন্য কাজ করার আওয়াজ; ভিকাইরা (ভিখিড়ি) ভাবে তার ভাত বাড়ে (তাকে দেওয়ার জন্য আর কি)(মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৪৯) পাড় দিতে দিতে হলেম রে সারা আর কত পাড় দিব রে শালারা (মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)। (পাত্রীপক্ষের এক ভদ্রমহিলা পাত্রপক্ষের ক্রমাগত সমালোচনার জবাবে বলেছিলেন-তিনি নাকি কোনো শাড়ীর পাড়ে এই লেখা দেখেছিলেন; পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন)৷

৫০) খ্যাতের ধান আর প্যাটের বাচ্চা কি চাপা দেওয়া যায় - নিজের মনেই বাড়ে, গোপন করা যায়না (বজ - আমি এই জ্যেঠিমাকে বজ ই বলতাম) (লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৫১) আইজ হইব কুটনা কাটনা,

কাইল হইব রান্নাবান্না,

পরশু হইব খাওয়া,

আমি আইজ ও আছি কাইল ও আছি পরশুই আমার যাওয়া

(মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)। (সে খাটবে কিন্তু খাওয়ার সময়ই সে থাকবে না-পরিহাস একেই বলে)৷

৫২) অ-ঋণী, অ-প্রবাসী, দিনান্তে যে শাকভাত খায় সেই প্রকৃত সুখী (মা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (মা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন পরিবারের মেয়ে; সেই জন্যই হয়তো তাঁর মুখ থেকে এই ভাবনা বেরিয়ে এসেছিল / অথবা তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার সময়ে এই কথা শুনেছি)৷

৫৩) আইজ বড় শীত ল্যাংটাউলার (যার কোন ও আবরণ নেই) গড়াগড়ি ক্যাথাওলার (যার কাঁথা আছে) গীত; ক্যাথাওলার গীত গো ক্যাথাওলার গীত (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।

৫৪)বাপ-দাদার নাম নাই, চান মোড়লের বেওয়াই (শ্রুতি)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (যে ব্যক্তি নামকরা বংশে জন্মাননি, তেমন কোনও পরিচিতি নেই, তিনি যখন কোনও খ্যাতিযুক্ত ব্যক্তি বা পরিবারের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা প্রকাশ করেন)৷

৫৫)বাধা না মানে গাধা (মা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (ছেলেকে বকার সময়)৷

৫৬)উল্টাইয়া শোও পালটাইয়া শোও পইথানে দুই পাও (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।(যেভাবেই চেষ্টা কর বা যেদিক দিয়েই চেষ্টা কর ফল একই)৷

৫৭) কুত্তার লেঙ্গুড় ঘি দিয়া মাজলেও সিধা হয়না (শ্রুতি)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।

৫৮) কয়লা খাবে আঙ্গার হাগবে (পায়খানা করবে) (মা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (খারাপ কাজ ক’রলে প্রতিফল পাবেই)৷

৫৯) চিন্তা কোরোনা, ও আপনজলে সিদ্ধ হয়ে যাবে (আমার মস্তিষ্ক প্রসূত)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (যে অন্যায় করে সে কোন না কোন ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করে)৷

৬০) পাঁক ঘেটোনা দুর্গন্ধ বেরোবে (বাবা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।

৬১) আমে দুধে মিইশ্যা গেসে, আমি আঠি পইরা আসি (মা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।

৬২) অধিক খাইতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)।

৬৩) দিবেন কিঞ্চিৎ, না করবেন বঞ্চিৎ (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (অল্প জিনিস যেমন প্রসাদ ইত্যাদি কেবল সামান্য কিছু জনকে না দিয়ে সবাইকে সামান্য ক’রে হ’লে ও দেওয়া)৷

৬৪) অল্প কড়ি শুদ্ধ বলি নিষ্কালী মাংস বেশী চাই (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (পয়সা কম, মা এর মূর্তি কেনার ও পয়সা নেই, অতি কষ্টে একটি সুলক্ষণযুক্ত ছোট পাঁঠা কেনা গেছে, ঘটে পূজো হয়েছে, তারপর প্রসাদী মাংস সবাই বেশী ক’রে চাইছে-অত ছোট পাঁঠার আর কতটুকু প্রসাদী মাংস হবে? অর্থাৎ অল্প রসদে বেশী চাহিদা মিটিয়ে বিশাল ফল লাভের আকাঙ্খা; বর্তমান সময়ের সহজ উদাহরণ উন্নয়নশীল দেশে পাবলিক হেল্থে বরাদ্দ অর্থ)৷

৬৫) তুই আমার প্যাটে একটা কুমড়া হইসস্ (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (ছেলেকে বকাবকি করার সময় বলতেন – কুমড়া অপদার্থ হিসাবে ব্যবড়্হিত)৷

৬৬) শুভক্ষণে প্যাটে থুইসিলাম ঝি তা’র কল্যাণে দেখলাম আমি রাজার বাড়ীর ‘ই’ তার এই মুড়া দিয়াও ‘ই’ ঐ মুড়া দিয়াও ‘ই’ (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। ( মেয়েকে রাজবাড়ীতে বিয়ে দিয়ে হাতি (‘ই’ এবং ‘ই’ তারই দ্যোতক) দেখেছেন)৷

৬৭) মরতে মরে বাইশ্যা (বংশীবাদক)(মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় সাধারণতঃ সবচেয়ে কমজোরী নির্দোষ ব্যক্তির উপরে খাঁড়া নেমে আসে)৷

৬৮) (ভূতের মত খোনা গলায় সন্ধ্যা বেলায় রান্নাঘরের জানালা দিয়ে রান্নায় ব্যস্ত ছেলে মাকে বলছে) তোমার নইরা (নরু) বাচব নারে বাচবনা; মা উদ্বিগ্ন হ’য়ে জিজ্ঞাসা করলেন ক্যান, ক্যান বাচবনা – ভূতের গলায় ছেলে উত্তর দিল – চাউল চাবাইব দিব ফাল (লাফ) নইরা বাচব অনেক কাল (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (মানে ছেলে নরু পড়াশোনা বাদ দিয়ে লাফালাফি ক’রে বেড়াবে সেটা মাকে দিয়ে অন্যভাবে কবুল করিয়ে নিতে চাইছে)৷

(মানে ছেলে নরু পড়াশোনা বাদ দিয়েলাফালাফি ক’রে বেড়াবে; সেটা মাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে চাইছে)৷

৬৯) ববর (বাবার) চরণ নমস করন টক (টাকা) পঠব (পাঠাবে) ত (তো)পঠব ন পঠব ত ন খত ন খত মরব (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (ছেলে শহরের স্কুলে পড়ে৷ টাকার দরকারে বাবাকে চিঠি লিখেছে; বিদ্যা লাভ খুব কমই হ’য়েছে, কিন্তু টাকার দরকার – তাই এই চিঠি)৷

৭০)এই না দিন পিছে ঠেলি সামনে না য্যান পড়ে তেলি (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (সমস্যা জর্জরিত দিনগুলি কোন ও ক্রমে অতিক্রম করছি; আর যেন সামনে কোনো বাধা–বিপত্তি না আসে)৷

৭১)কখন ও কুরব কখন ও নীরব (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (স্বামী বা অন্য কারোর ওপর কটাক্ষ করে – অর্থাৎ কখন ও চেঁচামেচি, কখন ও চুপচাপ)৷

৭২) ইল্লৎ যায়না ধুইলে আর খাইসলৎ যায় না মরলে (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে)৷

৭৩) উৎপাতের ধন চিৎপাতে যায় (বাবা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (যে অর্থ ন্যায় পথে অর্জিত হয়না সে অর্থ মানুষকে নানা খারাপ অবস্থার মধ্যে ফেলে)৷

৭৪) এই কানেতে ঝুমকা দেব তবে রব ঘরে (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (মেয়েদের বিশেষ করে কিশোরী মেয়েদের নানা উদ্ভট জেদী আব্দারের জবাবে মায়েদের বকাঝকা)৷

৭৫) অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর অতি বড় সুন্দরী না পায় বর (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)।

৭৬) যতই চেষ্টা কর ললাটের লিখন ক্যাডা খন্ডাইব (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (৯৮ নম্বরে মা’র উক্তি ও এইরকমই; একটু ভাষান্তর আছে)৷

৭৭) তিন কাল গিয়া এক কাল ঠেকসে এখন ও আশা আকাঙ্ক্ষা গ্যাল না (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)।

৭৮) যদু ধোপা মধু ধোপা, সব ধোপারই এক চোপা (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৭৯) ভাঙস ভাঙস ত্যালের মাইট (তেল রাখার মাটির পাত্র যেমন কলসী বা হাঁড়ি) তবু তুমি ষাইট ষাইট (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (নাতি নাতনিদের সব দুষ্টুমি মাপ আর ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের দোষ ঢাকার জন্য অনেক সময় ব্যবহার করা হয়)৷

৮০) আৎকা আৎকা ঢোলের বাড়ি লোকে বলে কি? (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (হঠাৎ হঠাৎ উৎপেতে কথা বললে বা প্রস্তাব দিলে নিন্দনীয় হয়)৷

৮১) না কানলে (কাঁদলে) মায়ে ও দুধ দ্যায়না (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (চাহিদা না থাকলে কিছু পাওয়া যায়না)৷

৮২) সরকারী (আগের কালের জমিদার) বাড়ীর ভাত খাও, বাজারের ভাও (দাম) ট্যার পাও না (বাবা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (পরের পয়সায় বা রোজগারে খাও, মূল্য হিসাব কর না)৷

৮৩) ডাইল ভাত সরকারী খানা, চোখ টিপি আর গলা টানা (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (পরিমাণে কম, দানের খাওয়া বিনা প্রতিবাদে খুবভাল খাওয়ার ভান ক’রে কষ্ট ক’রে খাওয়া)৷

৮৪) পাইনসা (আলুনি) ঝাল সইহ্য করা যায় না (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (কাজ করে না বা খারাপ ভাবে কাজ করে অথচ মুখে বড় বড় বা জ্বালা ধরানো কথা বলে)৷

৮৫) আখাপাসতলির (বগলের) তলে দাউ থুইয়া বৈরাগী নাচে কাউঠ্যা (কচ্ছপ) লইয়া (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৮৬) খালি আঁঢলে গিঁট দিয়া সারা জীবন চালাইলাম (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (নিষ্পেষিত দারিদ্র্য, অসুস্হতা ইত্যাদি ভয়াবহ সমস্যার সমাধান করা কত কঠিন৷ শুধু মনের জেদে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করা)৷

৮৭) দাদের চুলকানি, চুলকাইয়াও আরাম নাঈ না চুলকাইয়াও শান্তি নাই (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (পুরোনো ঘটনার সমাধান অনেক সময়ই কঠিন হ’য়ে পড়ে)৷

৮৮) আরগুণ নাই ছাড়গুণ আছে (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (এমনি ভাল বুদ্ধি নেই, লশুধু ছারখার করে দেওয়ার বুদ্ধি আছে)৷

৮৯) খুড়ীং খুড়ীং খুড়ীং খুড়াং গ্যালেন কোথা? (ভাইপো টোল থেকে পড়ে পন্ডিত হয়ে ফিরছে জেনে খুড়ো মশাই বিদ্বান ভাইপোর সামনে বেরোতে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে মাচার তলায় বসে আছেন)৷ এবার কাকীমার জবাব - অনুষ্বারং দিলেই যদি সংস্কৃতং হতং তবে ক্যান তোমার খুড়া মাচার তলায় যেতং? (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (ভাইপো সেরকম কিছুই শেখেনি)৷

৯০) বিত্তবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে (শ্রুতি)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৯১) হয় কথা নয় করে গুতাগুতি সার করে (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (মীমাংসিত বিষয় নিয়ে নূতন করে বিবাদ করা)৷

৯২) খাওয়াইব শক্ত হাগাইব রক্ত (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (ভাল খাওয়াবে কিন্তু কাজ ও কঠিন ভাবে আদায় ক’রবে)৷

৯৩)এ্যাং নাচে ব্যাং নাচে খইলসা পুটি বলে আমিও নাচি (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (কোন ও একটা ব্যাপারে সবাই মিলে একসাথে নাচানাচি শুরু করে – শ্লেষার্থে)

৯৪) হাতি ঘোড়া গ্যাল তল, বক বলে কত জল (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৯৫) হাতি যদি প্যাকে (কাদায়) পড়ে চামচিকায় ও লাথ্থি মারে (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৯৬) আবোদা (বোকা) রে ঠকায় / মারে বোদায় (চালাক), বোদায় রে ঠকায় / মারে খোদায় (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)।

৯৭) খোদার ওপর খোৎকারী (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (কর্তৃপক্ষের ওপরে মাতব্বরী)৷

৯৮) যতই লম্ফ ঝম্প কর / যতই চেষ্টা কর দেওয়াইয়ার (ভগবানের) ওজন ঠিক আছে (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (ভগবানের ওজন – ভগবানের দেওয়া নির্দিষট প্রাপ্য)৷ (৭৬ নম্বরে ঠাকুরমা’র উক্তি ও এইরকমই; একটু ভাষান্তর আছে)৷

৯৯)বলং বলং বাহুবলং (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (বাহুবলই বল৷ নিজের শক্তিই আসল শক্তি)৷

১০০) পরের কথায় নাচস্ (নাচ) ক্যান নিজের বোধ (বুদ্ধি) মত চল্ (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)।

১০১) বিপদে পড়লে তিনমাথার (বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ মানুষ এর)কাছে বুদ্ধি নিও (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (তিন মাথা মানে যে মানুষ উবু হ’য়ে বসে থাকে এবং তার মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গোঁজা থাকে অর্থাৎ দুই হাঁটু এবং মাথা মিলে তিন মাথা)৷

১০২)যদি পড়ে চঙ্গের (মাটির বা টিনের ঘরের ত্রিকোণাকার ছাদের তলায় মাচা থাকত এবং তাতে নানা রকম জিনিসপত্র রাখা হ’ত যেগুলো মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হ’ত) মই এই বা রঙ্গ থাকব কই? (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (সংসারের দায়িত্ব যখন ঘাড়ে পড়বে তখন এই রকম উড়ে বেড়ানো বজায় থাকবে না)৷

১০৩) হা করার ঘরের কার্তিকা (ছোড়দা-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া পরিবারে কার্তিকের মত সুপুরুষ)৷

১০৪) মাগ্গে (পাছায়) নাই চাম রাধাকিষ্টেব নাম (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১১।১২।২০১৮)। (যার দ্বারা যে কাজ সম্ভব নয় সে যদি সেই কাজ করতে চায়)৷

১০৫) গরীব যদি কম্বলে বসে মাগ্গে (পাছা) চুলকায় আর হাসে (শ্রুতি)।(লিখেছি ১১।১২।২০১৮)। (কোন অচেনা বা অজানা পরিস্হিতিতে পড়লে মানুষের নিজেকে বিজ্ঞ প্রতিপন্ন করার জন্য বোকার মতো হাসি)৷

১০৬) বাইঝ্যা থাক কাম হইব (মা)।(লিখেছি ১১।১২।২০১৮)। (লেগে থাক কাজ হবে বা ফল লাভ করবি)৷

১০৭) ধইন্য (ধন্য) করসে রামনারাইনা বাড়ীর মইধ্যে পেয়াদা আইন্যা (মা)।(লিখেছি ১২।১২।২০১৮)। (রামনারায়ন এতই গুন সম্পন্ন মানে শ্লেষার্থে দোষযুক্ত যে তার খোঁজে বাড়ীতে পেয়াদা আসে)৷

১০৮) ঘর জ্বালানি পর ভুলানি (শ্রুতি)।(লিখেছি ১২।১২।২০১৮)। (ভদ্রমহিলাদের স্বামীকে কটাক্ষ ক’রে বলা)৷

১০৯) মুখে বলে হরি হরি প্যাটে বলে চুরি করি (ছোড়দা-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়)।(লিখেছি ১২।১২।২০১৮)। (ভণ্ডরা এরকম করে)৷

১১০) হরি খুব ভাল ছেলে ডাইল (ডাল) বিনুন (ব্যঞ্জন) তো খায়ইনা ভাত ও অল্প অল্প খায় (ছোড়দা-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়)। (লিখেছি ১২।১২।২০১৮)। (নিমন্ত্রণ ক’রে এনেছে অথচ খাওয়ার যোগাড় সেরকম নেই; সেজন্য সামনে ব’সে এ রকম বলছে যাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাধ্য হ’য়ে সৌজন্য বজায় রেখে কম খায়)৷

১১১) তিন দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন (ঠাকুরমা এবং ছোড়দা-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়)। (লিখেছি ১২।১২।২০১৮)।

১১২) এর জন্যই তোমার ছেলের নাম শশধর (মা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (ছেলে যার প্রায় ১২ বছর বয়সে অক্ষর জ্ঞান হয়েছে এবং তার বাবা তাতেই পরম সন্তুষ্ট; সেজন্য বাবাকে এ কথা বলা হচ্ছে কারণ শশধর লিখতে তো আর কোনো আ-কার, ই-কার ইত্যাদি বা কোনো যুক্তাক্ষর লাগেনা বা অন্য কোনো জটিল লেখা ও লিখতে হয়না)৷

১১৩) এঽ জন্যই মাসী বৃন্দাবন যায় (মা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (নিকট সম্পর্কীয়দের বিরূপতা এতটাই যে মাসীমা বৃন্দাবন চলে যাচ্ছেন)৷

১১৪) শিশুনায়ক আর বহু নায়ক সংসার নষ্ট করে (মা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (শিশুর সার্বিক বিচার বোধ থাকেনা আর বহু লোক যদি নানা রকম দিক নির্দেশ করে তবে সংসার তরণী সঠিক দিকে চলেনা, ধ্বংস হয়)৷

১১৫) একা খেতে এলনা, ঝুণ্ডু (দল বেঁধে রবাহুত) বেঁধে এল (শাশুড়িমা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (নিমন্ত্রিত একজন; রবাহুত হ’য়ে খেতে এল বহুজন)৷

১১৬) শঙ্করীর খাওয়া, কশি খুলে খাওয়া (শ্রুতি)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (অস্বাভাবিক খাওয়া)৷

১১৭) (বয়সে ছোট ছেলে দৌড়ে এসে বলল) মা, মা, বাবা আহে (আসে); উত্তরে মা আনন্দ ক’রে জিজ্ঞাসা করলেন-ক্যামতে বুঝলি রে? ছেলের উত্তর-ঐ যে ভ্যাবায়৷ (বাবা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (অবিভক্ত বাংলায় বহু পুরুষ মানুষ ঢাকা বিক্ম্রপুর থেকে বহু দূর দূরান্তে চাকুরি / উপা্র্জনের জন্য যেতেন৷ কিন্তু দুর্গা পূজোর আগে দেশের বাড়ী ফিরতেন৷ এরই মধ্যে যাঁদের বাড়ী দুর্গা পূজো হোত তাঁরা ঢাকা থেকে সমস্ত পূজোর উপকরণ মায় বলির পাঁঠাও বড় নৌকোয় বোঝাই ক’রে বিক্রমপুরে দেশের বাড়ী ফিরতেন৷ বহু নৌকো থেকেই পাঁঠারা চিৎকার করত (ভ্যাবাত); বাচ্চা ছেলে আগের বছরের পূজোর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে যে পাঁঠার চিৎকার (ভ্যা ভ্যা করা) আর বাবার বাড়ী আসা সমা্র্থক৷ তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যখন পাঁঠা চিৎকার করছে তখন বাবা বাড়ী আসছেন)৷

১১৮) উনা ভাতে দুনা বল অতি ভাতে রসাতল (আমাদের হাওড়া জিলা স্কুলের ইংরাজীর স্যর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কুমার পাল মহাশয়ের মা, অর্থাৎ আমাদের মাসীমা) ।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)। (অল্প খেলে বেশী দিন বাঁচা যায়, বেশী খেলে কম দিন বাঁচে)৷

১১৯) যাও ছিল শুইয়া বইয়া তাও নিল বইদ্যে ছুইয়া (মা)।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)। (রোগগ্রস্ত হয়েও এক রকম চলছিল কিন্তু বৈদ্যের চিকিৎসায় আরও খারাপ হ’ল)৷

১২০) এক নম্বরের আচাটা (পাকা) ছ্যাড়া (ছেলে)(ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)। (উল্টা পাল্টা কথা বলা ছেলে যার উপরে নি্র্ভর করাযায় না)৷

১২১) খায় আর ঘুমায় কামের (কাজের) দিশা নাই (মা)।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)।

১২২) আসে জন বসে জন (অতিথি অভ্যাগত)আছে, তাদের জন্য ব্যবস্থা তো রাখতেই হয় (বজ-আমি এই জ্যেঠিমাকে বজ ই বলতাম) (লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)।

১২৩) কাজীর কাছে জিগাইলে দুগ্গোৎসব মানা (মা)।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)। (স্বামীকে বা মালিককে বা কর্তাকে বিধি নিষেধের ব্যাপারে কটাক্ষ করা – কোনও কিছুর অনুমতি চাইলেই আগে তিনি ‘না’ করেন)৷

১২৪) মেয়েদের বারো হাত কাপড়ে কাছা হয়না (শ্রুতি – বাবার কারও কাছে শুনেছিলেন এবং পরে আমাদের বলেছেন)।(লিখেছি ১৫।১২।২০১৮)। (মেয়েদের আবেগতাড়িত আগোছালো ভাব)৷

১২৫) স্ত্রী দের ক্ষেত্রে ‘আই বি এস’ কি ‘ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম’ না ‘ইরিটেবল ব্রেইন সিনড্রোম’ (আমার ভায়রাভাই শ্রী আলোক রায় মহাশয়)।(লিখেছি ১৫।১২।২০১৮)।

১২৬) পাগলা মাধাই, তাল বেতালের গোসাই (গোঁসাই)(ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৫।১২।২০১৮)। (নাতিকে বকার সময়)৷

১২৭) ঠগের বাড়ীর নিমন্তণ্ণ আচাইলে সিদ্ধি (গোঁসাই)(বাবা)।(লিখেছি ১৫।১২।২০১৮)। (জোচ্চোরের বাড়ীর ফলার)৷

১২৮) যার পাচে (পাঁচ বছর বয়সে) হয়না তার পাচের পিছনে শূণ্য পড়লেও (পঞ্চাশ বছর বয়সেও) হয়না (গোঁসাই)(মা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (ছোট বয়সে কোন কিছু না শিখলে বেশী বয়সে আর শিখে ওঠা যায় না)৷

১২৯) পাগলের / নির্বোধের গোবধে আনন্দ (বাবা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (বোকা মানুষ অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ কাজ করে)৷

১৩০) প্রেসিডেন্ট দেয় বাণী, গভর্ণর দেয় ভাষণ, ডিসি (ডিএম) পারে প্যাচাল আর আমরা পারি ফ্যাড়া প্যাচাল (আজে বাজে কথা) (তদানীন্তন পূ্র্ব পাকিস্তানের এক সাধারণ নাগরিকের উক্তি – দাদামণির কাছে শোনা) (লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)।

১৩১) ‘না’ বাচক কথা বইলনা, স্বস্তি মুনির মুখে পড়লে ঐ ‘না’ কথাটাই ফইল্যা যাইব৷ ‘হ্যাঁ’ বাচক কথাই কও৷ (মা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (স্বস্তি নামের একজন মুনি সব সময়ই নাকি ‘ওঁ স্বস্তি’, ‘ওঁ স্বস্তি’ বলছেন৷ না বা হ্যাঁ বাচক কথা উচ্চারণের সময় ‘ওঁ স্বস্তি’ র সঙ্গে যদি একই সাথে উচ্চারিত হ’য়ে যায় তবে ‘না’ বা ‘হ্যাঁ’ বাচক কথার বিষয় বস্তু ফলে যায়)৷

১৩২) মাথায় থুইলে উকুনে খায়, পায়ে থুইলে পিপড়ায় খায় (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (নাতি নাতনী দের সম্বন্ধে বলছেন)৷

১৩৩) বন্ধুরে ঠকানির লাইগা কম দিলাম কড়ি কাঠাল খাইলাম সিলিমপুর (সেলিমপুর) গু খাইলাম আইয়া বাড়ী (মা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (কাঁঠাল কিনে বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি ক’রে খেয়েছে; বীচি গুনে কে কটা কোয়া খেয়েছে সেই হিসাবে পয়সা দিয়েছে; যে বন্ধু চালাক সে কিছু কোয়া বীচি শুদ্ধ খেয়েছে যাতে পয়সা কম দিতে হয়; রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় মাঠে পুকুরের ধারে পায়খানা ক’রে এসেছে; রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে; পরের দিন সকালে বউ গেছে পুকুরে; সেখানে সুন্দর কাঁঠাল বীচিগুলো দেখে তুলে এনে খাওয়ার সময় স্বামীকে দিয়েছে; স্বামী কাঁঠাল বীচি পাওয়ার বিবরণ জেনে এই খেদোক্তি ক’রছেন)৷

১৩৪) বিদ্বানের সঙ্গে গাছতলায় বাস করাও সুখের (মা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)।

১৩৫) পুরান নায় (নৌকায়) তালি - তুলি, নতুন নায় গাব – গোবর (মা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (পুরোনো জিনিসকে তালি দিয়ে এবং দরকার মত তুলির সাহায্যে রং ক’রে পুনরায় ব্যবহার্য করা আর নূতন জিনিসকে গাবের আঠা দিয়ে গোবর লেপন ক’রে বহুদিন যাতে ব্যবহার করা যায় সেই ব্যবস্থা করা – পুরোনো কৃষি ভিত্তিক সমাজে চালু ছিল)৷

১৩৬) এক আঙুল অন্যের দিকে তুললে তিন আঙুল তোমার দিকে তাক্ করে (ওড়িশার এক ডাক্তারবাবু আর আই ও কোলকাতার ট্রেনিং প্রোগ্রামে কথায় কথায় আমাকে ব’লেছিলেন)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)।

১৩৭) শুনসসনি এই যাত্রা পালায় কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণে কয়, রাধার কথা রাধায় কয় আর বিন্দের (বৃন্দের) কথা কয় বিন্দে (মা’র কোনো জ্যেষ্ঠা আত্মীয়া)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (যে যুগে পুরুষ মানুষরা মেয়ে চরিত্রে অভিনয় ক’রতেন সেই যুগে হয়তো কোনো যাত্রা পালায় মেয়েরা মেয়েদের পার্ট ক’রেছিলেন সেখানেই শ্রোতা-দর্শকদের বিস্ময়)৷

১৩৮) কথায় কথা বাড়ে দম ফুরাইলে আয়ুক্ষয় (দাদামণি)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (ঝগড়া ক’রে কোন ও লাভ হয়না, নিজেরই ক্ষতি হয়)৷

১৩৯) উঠতি বয়সের ছেলেরা যদি মায়ের কাছ থেকে কলাটা, মূলোটা (টাকা, পয়সা বা অন্যান্য আব্দার বা সুবিধা-সুযোগ) আদায় ক’রতে পারে তবে কি আর বাপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার খুব দরকার পড়ে? আবার মেয়েরা এই সুবিধা গুলি মায়ের কাছ থেকে পায়না - বাবাদের কাছ থেকে আদায় করে – ঠিক উল্টো অবস্থান (আমার মস্তিষ্ক প্রসূত)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)।

১৪০) তুই একখান আকাইমার ঢেকি (দ্বিজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী মানে দ্বিজেনদা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (অপদার্থ, সব অকাজ করে)৷

১৪১) (১২১ এর মত) খাওনের বেলায় আস (আছ) নিমাই কামের বেলা নাই (মা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (ছেলে মেয়েদের বকা ঝকার সময়ে)

১৪২) আমার ব্রেইন খসাইয়া তোমার ব্রেইন পুষ্ট করার চেষ্টা করি আর তুমি কও ‘মনে নাই’ (বাবা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (ছেলেকে বকার সময়)৷

১৪৩) মানুষের মন শ্রীবৃন্দাবন (মা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)।

১৪৪) নিজের দিকে চাইয়া (তাকাইয়া) কথা কইস্ (মা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (অন্যকে কিছু বলার আগে অর্থাৎ সাধারণ ভাবে দোষারোপ করার আগে নিজের দিকে ভেবে বলা উচিৎ)৷

১৪৫) গলায় কন্ঠী পইরা বিনয় করে (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন, অর্থাৎ ভোলা কাকুর কাছে বৈষ্ণব বিনয় কথাটা শুনে আমি এই বাক্য লিখি)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)।

১৪৬) আমি হইলাম ছাই-পাতা হাতে নেওয়া পার্টি – মাজলে ঘষলে চক্ চক্ করে না হইলে কালা (কালো) হইয়া থাকে (আমার লেখাপড়া সম্পর্কে আমার মসতিষ্ক প্রসূত)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)।

১৪৭) কুন্ (কোন) দিকে তাকাইয়া কথা কস্ – পাছার দিকে তাকাইয়া? (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)। (বেঠিক কথা অথবা যে কথার সারবত্তা নেই অথবা মিথ্যা কথা)৷

১৪৮) মুখে বলে ‘হরি হরি’ প্যাটে বলে ‘চুরি করি’ (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)।

১৪৯) মাকড় মারলে ধোকড় হয়, টিকটিকি মারলে গোবধ হয় (মা)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)। (এক মুনির শিষ্য টিকটিকি মেরেছিল জন্য মুনি বিরাট অনুষ্ঠান ক’রে তাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করান৷ কিন্তু নিজের ছেলে যখন একটি মাকড় মারে তখন কিছুই করতে হবেনা ব’লে বিধান দেন; একদেশদর্শিতার উদাহরণ)৷

১৫০) আমার মাথার যত চুল তোমার তত পরমাই (পরমায়ু) হোক (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)।(ঠাকুরমাকে প্রণাম ক’রলে তাঁর আশীর্বাণী)৷

১৫১) তিন কড়া (৪ কড়ায় ১ গন্ডা হয়) কইরা গন ক্যান?

উত্তর – আমি গণা জানিনা৷

তবে ৫ কড়া কইরা গন৷

উত্তর – তয় (তা হ’লে)যে আমি ঠকি৷ (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

(সেয়ানা পাজী; গোনা বিলক্ষণ জানে)৷

১৫২) কামডা (কাজটা) তো করসস্ কইলি, কিন্তু কামডা ঠিকঠাক হইসে কিনা দেখসস্ (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

১৫৩)(১৫২ র মতই) করা আর হওয়া এক জিনিস না (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

১৫৪) ছেলে মেয়ে হ’ল দাদের চুলকানি, না চুলকেও সুখ নেই চুলকেও শান্তি নেই (শ্রুতি)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

১৫৫) বিকৃত করিয়া মুখ চুলকাইতে বড় সুখ (ডাঃ পবিত্র রায়চৌধুরী এবং প্রোফেসর মণিময় গাঙ্গুলি দাদের রোগীদের সম্বন্ধে ব’লতেন)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (নিন্দুকেরা ও এইরকমই করে মানে পরের সমালোচনা মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া আনন্দ পায়)৷

১৫৬) সতেরো শিঙ্ নড়েচড়ে, কোন শিঙ্ য্যান্ (যেন) ধইরা মারে (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (বহুবিধ বিপদ যখন ঘিরে ধরে তখন যে কোন ও একটা বিপদইই মেরে দেওয়ারপক্ষে যথেষ্ট)৷

১৫৭) গুড়ের নাগরিতে (কলসিতে) হাত ডুবাইয়া বইয়া রইসস্, গুড় ছাড়াইয়া হাত বাইর করতে পারতাসস্ না; অন্য কামগুলি ক্যাডা ক’রব? (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (ফাঁকিবাজ লোক এমন একটা কাজে আবদ্ধ হ’য়ে থাকে যে অন্য কাজ আর করে না)৷

১৫৮) আহার, নিদ্রা, ভয় যতই বাড়াবে ততই হয় (ডাঃ বরুন কুমার দত্তের পিসীমা)। (লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

১৫৯) যে জাইগ্যা (জেগে) ঘুমায় তারে কি জাগানি যায় (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।(জ্ঞানপাপী)৷

১৬০) ত’র বড় বেশী প্যাখম (পেখম) গজাইসে (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (বড় বেশী বাড়াবাড়ি করার জন্য ছেলে মেয়েকে বকাবকির সময় বলা)৷

১৬১) যার নাই এক নাও (নৌকা) তার জোটে শতেক নাও (মা)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)। (যাঁকে কেউ দেখার নেই তাঁকে দেখার অনেকেই আছেন)৷

১৬২) চিত্তইয়া (চিৎ হ’য়ে) শুইয়া ছ্যাপ (থুতু) ফালাইলে নিজের উপরেই পরে (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)।

১৬৩) স্বাবলম্বনই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা (মাকে ময়মনসিংহের রামকৃষ্ণ মিশনের কোন ও সন্ন্যাসী দেশভাগের আগে ব’লেছিলেন)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)।

১৬৪) কোন ও কিছুই তুচ্ছ নয়; প্রত্যেকটা ছোট কাজে বা জিনিসে ও একটা ছোট প্যাঁচ থাকে – তাকে অবজ্ঞা করা চলে না (মা)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)।

১৬৫) প্রত্যেক বাচ্চাই ভগবানের কৃষি (মা)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)। (প্রত্যেকটি নবজন্মই ভগবানের উপর নির্ভর করে)৷

১৬৬) প্যাটে নাই গাদি (খিদে) ভাতরে কয় হারামজাদি (মা)।(লিখেছি ২২।১২।২০১৮)। (পেটে খিদে নেই তাই ভাত পছন্দ হচ্ছেনা, গালাগালি ক’রছে)৷

১৬৭) পান খাই, গান গাই, দিন যায় (বাবা)।(লিখেছি ২৪।১২।২০১৮)। (কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় আগের দিনের ধনাঢ্য ভূস্বামীদের জীবনযাত্রার এক কথায় বিবরণ)৷

১৬৮) য্যামন জুটে ত্যামন তো খাবি (মা)।(লিখেছি ২৪।১২।২০১৮)।

১৬৯) রাইক্ষসের (রাক্ষসের) মা’র চুমা (চুমু), মাংস খায় ডুমা ডুমা (চাকা চাকা) (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ২৪।১২।২০১৮)। (নাতনিদের সন্তানদের অতিরিক্ত আদর দিতে দেখলে ব’লতেন)৷

১৭০) ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিওনা (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)।

১৭১) (ক্রমিক নম্বর ১৭০ এর মতই) এক পা আউগানোর আগে তিন পা পিছাইয়া (পিছিয়ে) নিও (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)।

১৭২) পাড়াপড়শি মরা বিধবা (মা’র সোনা বইন মানে সবচেয়ে বড় পিসতুতো দিদির উক্তি) (মা’র কাছে শুনেছি)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (আগের দিনে সেই ‘দিদি’ র খুব ছোট বয়সে হ’য়েছিল৷ বিয়ের পর আর স্বামীকে দেখেন ও নি৷ তারপরেই হঠাৎ স্বামীর মৃত্যুর খবর পান৷ তাই তিনি তাঁর বৈধব্য কে এইভাবে ব্যক্ত করতেন; অন্তরের একটা আক্ষেপের সুর তো আছেই)৷

১৭৩) হাইট্যা ছাগল ধরে না দৌড়াইয়া ছাগল পায়না (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (সময়ের কাজ সময়ে না করলে পরে আর তা সম্পন্ন করা হ’য়ে ওঠেনা)৷

১৭৪) কথার বৃহষ্পতি (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (বাকপটু / বাকসর্বস্ব; কাজের না)৷

১৭৫) কাঠে কোপ দিয়া দেখলাম বড়ই শক্ত; তখন ঠিক করলাম সবে মিল্লাই এক নাও (নৌকো)(মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (একটা বড় কাঠের গুঁড়ি বানের জলে ভেসে যাচ্ছিল; অনেক কষ্টে তাকে ধ’রে পাড়ে এনে ঠিক করলাম যে বাবা, দাদা এবং আমার জন্য আলাদা আলাদা নৌকা বানাব৷ কিন্তু কাঠটায় কোপ দিয়ে দেখলাম যে তা এত শক্ত যে তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে তিন জনের জন্য একটা নৌকাই তৈরী হবে৷ জীবনে অনেক সুন্দর পরিকল্পনাই বাস্তবের চাপে বাধ্য হ’য়ে সংক্ষিপ্ত ক’রে রূপায়ণ ক’রতে হয়)৷

১৭৬) এই কাম ক’রতে গ্যালে ত’র পাছা দিয়া লাল হুত্তা (সূতো) (রক্ত আমাশা) বাইর অইব (হইব)(ঠাকুরমা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। ( খুবই কঠিন কাজ ক’রতে গেলে ক্ষতি হবে)৷

১৭৭) একেবারে তিন ত্যারো (তেরো) সাড়ে বারো করবিনা (মা)।(লিখেছি ২৬।১২।২০১৮)। (কোনো রকম প্যাঁচ খেলবিনা বা জট পাকাবি না)৷

১৭৮) উটকপালি খায় ভাত, খোঁচ কপালি কুড়ায় পাত (মা)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)। (চওড়া কপাল সৌভাগ্যবানের প্রতীক এবং সে ভাল খায় – পরে; আর এবড়ো-খেবড়ো কপাল বিশিষ্ট লোক সৌভাগ্যবানের উচ্ছিষ্ট পরিস্কার করে – যাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত তাঁদের লক্ষ্য ক’রে বলা)৷

১৭৯) কাজের বেলা কাজী কাজ ফুরাইলে পাজী (মা)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)। (প্রয়োজনে কাউকে ব্যবহার ক’রে পরে প্রয়োজন শেষ হ’য়ে গেলে তাকে না চেনা বা উল্টে গালাগালি দেওয়া)৷

১৮০) রাত উপোসী হাতি ও শুকোয় (শাশুড়ীমা; শ্রীমতী দীপালীর কাছ থেকে শুনেছি)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)।

১৮১) না ক’রলে বিকালি সিংহী হয় শৃগালি (মা)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)।

১৮২) সিংহের থাকত তিন কাটা, জলে নামত কোনব্যাটা (মা)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)। (যখন মানুষ বলবান থাকেতখন তকে কোন ও শত্রু বশ ক’রতে পারে না)৷

১৮৩) আবাহন ও নাই বিসর্জন ও নাই (মা)।(লিখেছি ২৮।১২।২০১৮)।(কাউকে ডেকে আনব না, আবার আসলে ফেলে ও দেব না)৷

১৮৪) নিন্দায় সকল ই ফলে বাদে উচা (উঁচু)দন্ত (দাত)(মা)।(লিখেছি ২৮।১২।২০১৮)। (নিন্দা ক’রে অনেককেই নীচু করা যায় কিন্তু নিজের দোষনীয় উঁচু দাঁত নীচু করা যায়না অর্থাৎ নিজের দোষ গুলো ঢাকা দেওয়া যায় না)৷

১৮৫) বান্দরের লাহান (বাঁদরের মতো) গাসে গাসে (গাছে গাছে) ফাল (লাফ) পাইরা ব্যাড়াস্ (বেড়াচ্ছিস) ক্যান্ (শ্রুতি)৷(লিখেছি ২৮।১২।২০১৮)। (শিক্ষক মশাই ছাত্রকে বকা দেওয়ার সময় ব্যবহার করেছেন)৷

১৮৬) অতি বিষের আরজিনা (বিষাক্ত প্রাণী) (মা)।(লিখেছি ২৮।১২।২০১৮)। (ভীষণ হিংস্র / বিষাক্ত / পরশ্রীকাতর ব্যক্তি)৷

১৮৭) মরণের সাক্ষী চরণে (মা)।(লিখেছি ৩০।১২।২০১৮)। (মৃত্যুকাল আসন্ন হ’লে মানুষের পা ফোলে, পা এর বশ কমে, অনেক সময় বুড়ো মানুষ হঠাৎ প’ড়ে যায় ইত্যাদি)৷

১৮৮) বউ তোমার হাতেই সমান সিদ্ধ সমান লবণ হইব (দিদিমার শাশুড়ী)।(লিখেছি ০১।০১।২০১৯)। (নিজের বৌমার রন্ধনশৈলীর ব্যাপারে খুবই নিশ্চিন্ততার প্রকাশ)৷

১৮৯) এই কাচা (কাঁচা) আমের টুকরাডা মাছের ঝোলের একপাশে দিয়া থুইলাম সিদ্ধ হইয়া যাইব, চিন্তা করিস না মা (দাদামশাই)।(লিখেছি ০১।০১।২০১৯)। (মাছের ঝোলের স্বাদ পালটে যাবে জেনেও তাঁর এই অবোধ আব্দার মাকে সহ্য ক’রতে হ’ত)৷

১৯০) চিন্তা করিস না, আমার দেনায় পাওনায় সমান; মাটি কামড়াইয়া পইরা থাকিস (দাদামশাই)।(লিখেছি ০১।০১।২০১৯)। (অসুস্থ হ’য়ে পড়লেই তিনি সন্তানদের ব’লতেন)৷

১৯১) অত চোপা করিসনা, শ্বশুরবাড়ীতে বিপদে পড়বি (মা)।(লিখেছি ০১।০১।২০১৯)। (কন্যাসমাদের ব’লতেন)৷

১৯২) রুগী এখন-তখন বদ্যি ছয়মাসের পথ (মা)।(লিখেছি ০৪।০১।২০১৯)। (কোন ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার কিনতু পরিস্থিতি যা তাতে আশু ব্যবস্থা নেওয়া দুঃসাধ্য)৷

১৯৩) কোনও অফিসে কাজে গেলে ‘মাথা’ র সাথে কথা কবি (বলবি)দারোয়ানের সঙ্গে কথা ক’বিনা (মা)।(লিখেছি ০৪।০১।২০১৯)।

১৯৪) বড় ডাক্তাররে দেখাইলে আখেরে (শেষমেষ) লাভই হয় (মা)।(লিখেছি ০৪।০১।২০১৯)।

১৯৫) আপনা (নিজের) মন আনন্দে থাকলে পরের কথায় কি হবে? (মা)।(লিখেছি ০৫।০১।২০১৯)।

১৯৬) মধুদের বাড়ী, টাকায় বিকায় তিনখান শাড়ী, আমরা গেলে নি পাই, আইজ আর নাই (মা)।(লিখেছি ০৫।০১।২০১৯)। (আমাদের কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা হ’লেই জিনিস অমিল হ’য়ে যায়)৷

১৯৭) থুইসি কুটনা কাটনা, আইসে ঘুম (মা)।(লিখেছি ০৬।০১।২০১৯)। (আরব্ধ কাজ শেষ না ক’রে নিদ্রা যাওয়া বা কাজ ফেলে রেখে ইচছাকৃত ঘুমের ভান করা)৷

১৯৮) খাওয়ার শেষে পায়েস হইল মহারাজের রথ (মা)।(লিখেছি ০৬।০১।২০১৯)। (প্রচুর খাওয়ার পরে পেট ভরে গেলেও শেষ পাতে পায়েস ঠিকই পেটে চলে যায় যেমন ভিড়ের মধ্যে ও মহারাজের / মন্ত্রীদের গাড়ী ঠিক পথ করে বেরিয়ে যায়)৷

১৯৯) সবের মধ্যেই আস নিমাই, কিসুর মইধ্যেই নাই (মা)।(লিখেছি ০৬।০১।২০১৯)। (নিরাসক্ত ভাব৷ পাঁকে থেকেও পাঁকাল মাছের মতো - গায়ে পাঁক লাগেনা)৷

২০০) পারেনা কিরিক্কিরি করতে চায় দারোগগিরি (দারোগাগিরি)(মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (কিরিক্কিরি মানে ইংরাজী বলা এবং লেখা৷ ইংরেজ আমলে ইংরাজী ভাষার সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান বিহীন লোক দারোগার কাজ ক’রতে চায়)৷

২০১) বড় ঘাটে নাও (নৌকা) বানছে (বেঁধেছে) খেসারত তো দিতেই হইব (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কাজ ক’রলে বা বড় ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ ক’রলে তার জন্য নিজের অনেক খরচপাতি হয়)৷

২০২) ছাওয়াল, মাইয়া দুইই প্যাটে ধরতে হয় নইলে নাড়ী (গর্ভ)শুদ্ধ হয়না (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (আগের দিনে ছেলে-মেয়ে দুইই না থাকলে সে ভদ্রমহিলার কোনও শুভ কাজে অংশগ্রহন করা নাকি অসুবিধাজনক মনে করা হ’ত)৷

২০৩) বাড়ী তৈরীর টাকা আর মেয়ে বিয়ের টাকা নাকি ভূতে জোগায় (শৈলেন্দ্র কুমার পাল স্যর)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)।

২০৪) একদম বিল্কি চিল্কি (আব্দার, প্যানপ্যানানি, ঘ্যানঘ্যানানি) করবি না, খাইয়া নে (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (সন্তানরা খেতে আপত্তি ক’রলে বলতেন)৷

২০৫) পোলাপানের কত আখোইট(আব্দার) সইহ্য ক’রতে হয় নইলে মা হইস ক্যান্? (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (মা, ঠাকুরমা হিসাবে বউমার কাছে নাতি-নাতনিদের সম্বন্ধে ওকালতি ক’রছেন৷ ২০৪ নম্বরে মা হিসাবে আর ২০৫ নম্বরে ঠাকুরমা হিসাবে অবস্থান – বিপরীতধর্মী অবস্থান)৷

২০৬) বৈরাগী টং টং কাউঠ্যা (কচ্ছপ) খাইতে বড় রং (ছোড়দা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)।

২০৭) ইছিতে (সামনে এগোলে) মাইর (মার), পিছিতে (পিছিয়ে গেলে) মাইর, জান একেবারে জেরবার (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)।

২০৮) এক বুড়ীর ছত্ত্রিশ দোষ, নাকের আগে বিস্ফোট (ফোঁড়া) (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (বুড়ো মানুষদের বহু দোষ বিশেষতঃ নানা শারীরিক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়)৷

২০৯) কারুরে (কাউকে) কিছু দিয়া পিছন ফিইরা দেখবিনা (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (কাউকে কিছু জিনিস বা টাকা দিয়ে মনে রাখবিনা)৷

২১০) দেখ্যাইতার (যে দেখায়) লাজ নাই দ্যাতার (যে দেখে তার) লাজ (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (যে অসভ্যতা করে তার দেষ নেই, যে দেখে তার দোষ৷ মানে ঘুরিয়ে সংযত জীবনশৈলী অভ্যাসের কথা বলছেন)৷

২১১) বইসা বইসা খাইলে কুবেরের ধনও শেষ হয় (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

২১২) ডাইক্যা দারিদ্র আইন (এন) না (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

২১৩) প্রতি গরাসে (গ্রাসে) মাছের মুড়া খাইও, বুদ্ধি হইব (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (এই মাছের মুড়ো কিন্তু ছোট মাছের মুড়ো; বড় মাছের মুড়ো নয়)৷

২১৪) জল, সময় এবং অর্থ কারোর জন্যঅপেক্ষা করেনা, অপব্যয় ক’রলে ভুগতে হয় (আমার মস্তিষ্ক প্রসূত)৷(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

২১৫) বিপদকালে / বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

২১৬) ছায়ারে লাথ্থি দ্যাখাইলে ছায়াও লাথ্থি দেখায় (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

২১৭) কানা গরু ব্রাহ্মণরে দান (বাবা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (ব্রাহ্মণের ক্ষমাশীলতার ওপর ভরসা ক’রে কানা গরু দেওয়া; তাকে রক্ষনাবেক্ষণ ক’রতে গিয়ে ব্রাহ্মণের নাজেহাল অবস্থা)৷

২১৮) হাইগ্যা (পায়খানা ক’রে) শোচে না মুইত্যা (পেচ্ছাপ ক’রে) নামে গলা জলে (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

২১৯) হাগবা (পায়খানা ক’রবে) কাছে, মুতবা দূর, ছ্যাপ (থুতু) ফালাইবা অধিক দূর (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (থুতু নাকি অধিকতর সংক্রামক)৷

২২০) যার হাটুতে ব্যথা সে বলে মরুম, আর যার গলায় ব্যথা সে বলে বাচুম (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (অল্প অসুস্থতায় বেশী চেঁচামেচি)৷

২২১) মিনমিন করে কানসাড়া নারে (কান নাড়ায়) সেই বাঘেতে মানুষ মারে (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (দেখলে খুব সামান্যই বোঝা যায় এমন ব্যক্তিই বেশী ক্ষতিকারক হয়)৷

২২২) ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বে (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (ছেলেকে বোঝানোর সময় বলতেন)৷

২২৩) প্রভাতে গোবিন্দ নাম, সিদ্ধ হবে মনস্কাম (অবিভক্ত দেশের পূর্ববঙ্গের নেত্রকোণার বারৈপাড়ায় আমাদের বাড়ীর পুরোহিত স্বর্গীয় লহ্মীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়)(লিখেছি ১৪।০১।২০১৯)।

২২৪) যশোদা বড় ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী (আমার দিদিশাশুড়ী তাঁর নাতনি দীপালী (সুকৃতি)কে বলতেন কারণ আমার শ্বশুরমশাই তাঁর তৃতীয়া কন্যা দীপালীকে ‘মা’ ব’লতেন; এই দীপালীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে) (লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

২২৫) ভোজনের সঙ্গে বচন ভাজা (আমি)(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)। (পুরুষ মানুষ খেতে ব’সলে ভদ্রমহিলাদের যত অভিযোগ, দাবিদাওয়া, ঝামেলার কথা ইত্যাদি পরিবেশিত হয়)৷

২২৬) মাখন, দই, খাওয়াইয়া কই? (অবিভক্ত দেশের পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ শহরের এক মাখন-দই বিক্রেতার কাছে দাদামণির শোনা)(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

২২৭) ডুইব্যা ডুইব্যা জল খাও, একাদশীর বাপেও ট্যার (টের) পায়না (ঠাকুরমা, মা)।(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

২২৮) জানিনা, পারিনা, নেইকো ঘরে, এই তিনেতে দেবতা হারে; মানুষ কোন্ ছার (অধ্যাপক ভোলানাথ সেন কাকু)।(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

২২৯) রামু আমি কি মাথা ঝুলামু (ঝোলাব / দোলাব)? (মা)।(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)। (রামু খুব ভাল গান গায় এবং মঞ্চে ব’সে যখন সে গান গাইছে তখন শ্রোতাদের অনেকেই মোহিত হ’য়ে মাথা নেড়ে তারিফ ক’রছেন৷ এই অবস্থায় রামুর বাবা যিনি গান জানেন না তিনি মঞ্চস্থ ছেলেকেই মাথা ঝোলাবেন কিনা গান গাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা ক’রছেন অর্থাৎ কোন বিষয় না জানা লোকের দিশাহারা বিড়ম্বনার অভিব্যক্তি)৷

২৩০) দিনে একবার হাগে (পায়খানা করে) যোগী, দুইবার হাগে ভোগী, তিনবার হাগে রোগী (মা)।(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

২৩১) দেয়াল (দেওয়াল) গড়ে শেয়ালে ( দেরাদুনের এক ধর্মশালায় এক পর্যটক ভদ্রলোক ছোট শঙ্খকে মানে আমার ছেলেকে, বলেছিলেন )।(লিখেছি ১৬।০১।২০১৯)। (বিভেদ গড়ে ধূর্ত মানুষ – তার নিজের স্বার্থে)৷

২৩২) মানব চিত্ত ঘোর অন্ধকার (মা)।(লিখেছি ১৬।০১।২০১৯)।

২৩৩) এক বুড়া (বুড়ো) কয় আরেক বুড়ারে থুথ্থুরা (শ্রুতি)।(লিখেছি ২৪।০১।২০১৯)। (নিজেকে কম বয়সী দেখানোর প্রবনতা)৷

২৩৪) স্বভাব যায় না ম’লে, বয়েস যায়না ধুলে (দীপালী।(লিখেছি ২৪।০১।২০১৯)।

২৩৫) প্যাটে পায়খানা থাকলে ইনাইয়া বিনাইয়া হাগা যায় (শ্রুতি)।(লিখেছি ৩০।০১।২০১৯)। (অনেকসময় অর্থবান ব্যক্তি নানা অদ্ভুত ইচ্ছা মেটাতে অর্থ ব্যয় করে)৷

২৩৬) যায় শত্রু পরে পরে (মা)।(লিখেছি ৩০।০১।২০১৯)। (আপদ অন্যের ওপর দিয়ে যাক, আমি যেন জড়িয়ে না পড়ি)৷

২৩৭) মাগ্গ (পাছা) নাড়তে উদয় চান (চাঁদ)(ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩১।০১।২০১৯)। (চূড়ান্ত অলস যে নড়াচড়া করতেই দিন শেষ হ’য়ে চাঁদ উদয় হয়)৷

২৩৮) চন্দ্রনাথ য্যান মনে পড়ে, তার পথ য্যান মনে না পড়ে (মা)।(লিখেছি ৩১।০১।২০১৯)। (চন্দ্রনাথ মন্দিরের পথ খুব দুর্গম৷ সেজন্য চন্দ্রনাথ যেন স্মরণে থাকেন; পথের দুর্গমতা যেন স্মরণে না থাকে৷ কোন ও ঈপ্সিত কাজ বাস্তবায়িত করা কোন ও কোন ও সময় ভীষণ কঠিন হয়; পরে যেন সেই কঠিন প্রচেষ্টা মনে না থকে)৷

২৩৯) কত রবি জ্বলেরে কেবা আখি (আঁখি) ম্যালেরে (মা)।(লিখেছি ৩০।০১।২০১৯)। (মা)।(লিখেছি ০২।০২।২০১৯)। (অনেকক্ষন দিনের আলো ফুটে গেছে অর্থাৎ সূর্য উঠে গেছে কিন্তু এখন ও ঘুম ভাঙল না৷ ঘুম ভাঙানোর জন্য মৃদুভাবে বলা আর কি)৷

২৪০) এক গাল জিগায় আরেক গালরে, কি খালি (খেলি) রে ? (মা)।(লিখেছি ১৫।০২।২০১৯)। (খুব কম খাওয়া বোঝানোর জন্য এই প্রবচন)৷

২৪১) চোখের ধমকে বা শাসনে (মানে চোখের ইশারায়) ছেলে / মেয়ে বশ না মানলে সেই ছেলে / মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয় (মা)।(লিখেছি ১৬।০২।২০১৯)।

২৪২) শিকারের সময় কুত্তার হাগা (ছোড়দা)।(লিখেছি ১৮।০২।২০১৯)। (কুকুর শিকারের পিছনে দৌড়োনোর আগে পায়খানা ক’রে তাারপরে শিকারের পিছনে দৌড়োয়৷ খুব দরকারের সময় অন্য কাজে সময় নষ্ট করা)৷

২৪৩) মাইগা, যাইচা খাই, কারও দুয়ারে না যাই (মা)।(লিখেছি ২০।০২।২০১৯)। (ভিক্ষা ক’রে খাই, কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী যাই না)৷

২৪৪) জাত ও দিলাম, প্যাট ও ভরল না (মা)।(লিখেছি ২০।০২।২০১৯)। (ক্ষুধার তাড়নায় স্বাধীনতা / স্বধর্ম / আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও পেট ভরা খাওয়া জুটল না)৷

২৪৫) ধনসুখী মরে কুয়ার (কুঁয়োর) জল খাইয়া (মা)।(লিখেছি ২২।০২।২০১৯)। (ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে)৷

২৪৬) রাজায় কইসে বউয়ের ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই (শ্রুতি)।(লিখেছি ২২।০২।২০১৯)। (রাজা যদি ‘শালা’ সম্বন্ধ ক’রে গাল দেন তাও আনন্দের সঙ্গে হজম করা হয়)৷

২৪৭) খরহরি বিষধরী (মা)।(লিখেছি ২২।০২।২০১৯)। (সাপের মত ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন)৷

২৪৮)চুরে (চোরে) কাঠাল নিসে (নিয়েছে) ঘন জিরানে (জিরিয়ে)(মা)।(লিখেছি ২৫।০২।২০১৯)। (গ্রামের রাস্তায় হাতির পায়ের ছাপ দেখে গ্রামবাসীরা চিনতে না পেরে উদ্বিগ্ন হ’য়ে স্থানীয় পণ্ডিতের কাছে গেল৷ সে পণ্ডিত নাকের তুলো, কানের তুলো (সে তুলো গুঁজে রাখত পাছে তার জ্ঞান বেরিয়ে যায়) খুলে উপরের উক্তি করে যা ছিল সবটাই ভুল কারণ সে হাতির পায়ের ছাপ চেনে নি; তাই তার মতে চোর ভারী কাঁঠাল বইতে গিয়ে ঘন ঘন পথে নামিয়ে বিশ্রাম নিয়েছে৷ আসলে এ পণ্ডিত অপদার্থ৷)৷

২৪৯) যুগের পেট কি আর সাজে ভরে? (মা)।(লিখেছি ০১।৩।২০১৯)। (তাৎক্ষণিক সমাধান দীর্ঘস্থায়ী হয়না)৷

২৫০) সাতখোপ কবুতর (পায়রা) খাইয়া বিড়াল হইসে তপস্বী (মা)।(লিখেছি ১০।৩।২০১৯)। (বহু কুকর্ম ক’রে ধার্মিক সাজা)৷

২৫১) হাইগা (পায়খানা ক’রে) খায়, খাইয়া (খেয়ে) মুতে (পেচ্ছাপ করে), তারে নিতে যমে কুথে (কোঁৎ পারে মানে কষ্ট হয়) (সেজ জামাইবাবু)।(লিখেছি ১২।৩।২০১৯)।

২৫২) কাইচ কাইট্যা (আংশিক) কাম (কাজ) করবিনা, সাপটাইয়া (পরিপূর্ণ ভাবে) করবি (মা)।(লিখেছি ২১।৩।২০১৯)। (কোন ও কাজের অংশ বিশেষ করার মানসিকতা যেন না থাকে; সমস্ত কাজটা শেষ করার চেষ্টা যেন থাকে – ফাঁকিবাজি যেন না থাকে)৷

২৫৩) একে মরি রামচন্দ্রের শোকে, আরও মারে অযোধ্যার লোকে (মা)।(লিখেছি ১৭।৪।২০১৯)। (একেই নিজের জ্বালায় জ্বলছি, তার সঙ্গে বাইরের লোক ও জ্বালাচ্ছে)৷

২৫৪) যে দিনটা যায় সেদিনটাই ভাল যায় (ছোটমাসী)।(লিখেছি ২২।৪।২০১৯)। (ক্রমাগত অনিশ্চিত আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন)৷

২৫৫) আরে, লাউয়া কি এমনিই ফলন্তং, আগে মাটি উলফুলা (খোঁড়া) করন্তং,বীজ বপন্তং, ফুল ফুটন্তং তবে না লাউয়া ফলন্তং (মেজ জ্যেঠিমার দাদা কবিরাজ দ্বিজেনানন্দ ভটাচার্য মামা)।(লিখেছি ২২।৪।২০১৯)। (সব কাজই ধাপে ধাপে ক’রতে হয়; দুম ক’রে বললেই হয় না)৷

২৫৬) প্রত্যেকের ভাল দিকটা নেওয়ার চেষ্টা ক’রবি (মা)।(লিখেছি ২৩।৪।২০১৯)।

২৫৭) ঝরে বক মরে, ফকিরের ক্যারামত (কেরামত) বাড়ে (মা)।(লিখেছি ২৬।৪।২০১৯)। (আপন মনে ঘটা কোন ও ঘটনার কৃতিত্ব যদি কোন ও ব্যক্তি নেওয়ার চেষ্টা করে)৷

২৫৮) স্বামী – স্ত্রীর ঝগড়া দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা মাপে (শ্রুতি)। (লিখেছি২৬।৪।২০১৯)।

২৫৯) আগে মাথা নীচু কইরা শেখ, তবে তো মাথা উঁচু কইরা দাড়াবি (দ্বিজেনদা)।(লিখেছি ০৩।৫।২০১৯)। (পড়ার সময় মানুষ মাথা ঝুঁকিয়েই পড়ে; শেখা শেষ হ’লে তবেই মাথা উঁচু করে)৷

২৬০) কইন্যার বাখাঞ্চি (প্রশংসাকারী) ক্যাডা (কে)?

উত্তর – কইন্যার মা

আর ক্যাডা?

উত্তর – কইন্যার বাবা

আর ক্যাডা?

উত্তর – কইন্যা নিজে (প্রোফেসর ডাক্তার মীরা রায় ম্যাডাম)।(লিখেছি ০৯।৫।২০১৯)। ( মানে মা, বাবা এবং কন্যা নিজে ছাড়া অন্য কেউ প্রশংসাকারী নেই – তার মানে কন্যা প্রশংসার যোগ্য নয়)৷

২৬১) জামাই হ’ল দশম গ্রহ (শ্বশুর মশাই)।(লিখেছি ১৪।৫।২০১৯)। (ন’টি গ্রহ আমরা জানি, তাদের প্রকৃতি ও জানি; কিন্তু অজানা দশম গ্রহ এখানে উৎপাত বলেই মনে হয় কারণ তার প্রকৃতি আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা)৷

২৬২) স্বরবর্ণ হও, ব্যঞ্জনবর্ণ হোয়োনা (আমি)।(লিখেছি ২১।৫।২০১৯)। (অন্যকে গঠনে সাহায্য কর)৷

২৬৩) সবসময় ‘ভাবে সপ্তমী’ করবিনা (মা)।(লিখেছি ২১।৫।২০১৯)।(এটা হ’লে ওটা করা যাবে এই জাতীয় এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিবিনা)৷

২৬৪) সোনামামী যে পান্তাভাত খাইসে, আমি ঐ পান্তাই খামু (মা)।(লিখেছি ২৫।৫।২০১৯)। (সোনামামী পান্তা খাওয়ার আগে ননদের ছেলেকে অনেকবার বলেছেন পান্তা খাওয়ার জন্য; কিন্তু সে খাবেনা বলেছে৷ এইবার সোনামামীর খাওয়া শেষ হওয়ার পরে হঠাৎ তার ঐ পান্তাই খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে – মানে মামীকে বিপদে ফেলার মতলব)৷

২৬৫) পোষাকের ছাট-কাট বুঝি, কিন্তু কাচির (কাঁচির) ফ্যারতাটাই (কাঁচি ঘুরিয়ে কাটতেই পারিনা) দিতে পারিনা (দিদিমা)(দিদিমাকে মা’র পিসতুতো বৌদি এই কথা বলেছিলেন)।(লিখেছি ১১।৬।২০১৯)। (তত্ত্ব সব জানলেও প্রয়োগ জানা নেই)৷

২৬৬) ড্যাকশালার (রান্নাঘরের) আবার পাছদুয়ার (পিছনের দরজা)(মা)।(লিখেছি ১২।৬।২০১৯)।

বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো প্রবচনগুলি৷

(অ)

১ / ৫২ অ-ঋণী, অ-প্রবাসী, দিনান্তে যে শাকভাত খায় সেই প্রকৃত সুখী (মা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (মা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন পরিবারের মেয়ে; সেই জন্যই হয়তো তাঁর মুখ থেকে এই ভাবনা বেরিয়ে এসেছিল / অথবা তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার সময়ে এই কথা শুনেছি)৷

২ / ৬২ অধিক খাইতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)।

৩ / ৬৪ অল্প কড়ি শুদ্ধ বলি নিষ্কালী মাংস বেশী চাই (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (পয়সা কম, মা এর মূর্তি কেনার ও পয়সা নেই, অতি কষ্টে একটি সুলক্ষণযুক্ত ছোট পাঁঠা কেনা গেছে, ঘটে পূজো হয়েছে, তারপর প্রসাদী মাংস সবাই বেশী ক’রে চাইছে-অত ছোট পাঁঠার আর কতটুকু প্রসাদী মাংস হবে? অর্থাৎ অল্প রসদে বেশী চাহিদা মিটিয়ে বিশাল ফল লাভের আকাঙ্খা; বর্তমান সময়ের সহজ উদাহরণ উন্নয়নশীল দেশে পাবলিক হেল্থে বরাদ্দ অর্থ)৷

৪ / ৭৫ অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর অতি বড় সুন্দরী না পায় বর (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)।

৫ / ১৮৬ অতি বিষের আরজিনা (বিষাক্ত প্রাণী) (মা)।(লিখেছি ২৮।১২।২০১৮)। (ভীষণ হিংস্র / বিষাক্ত / পরশ্রীকাতর ব্যক্তি)৷

৬ / ১৯১ অত চোপা করিসনা, শ্বশুরবাড়ীতে বিপদে পড়বি (মা)।(লিখেছি ০১।০১।২০১৯)। (কন্যাসমাদের ব’লতেন)৷

(আ)

১ / ১ আমি বগী (বক) ঠকিনা, দেখি শুনি কই না (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (এই বক খুবই বিজ্ঞ; অনেক কিছু জানেন কিন্তু প্রকাশ করেন না)৷

২ / ২ আমার প্যাটের (পেটের) ছাও (ছেলে) আমারেই ধইরা খাইবার চাও (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩ / ৫ আদেইথলার হয় পুত নাম রাখে যমদূত (দাদামণি)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৪ / ১৩ আরান্দুনির হাতে পইড়্যা রুই মাছ কান্দে, না জানি রান্দুনি আইজ কোন মাছ রান্দে (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৫ / ১৪ আটাইয়া (আটমাসে) তো হ’স (জন্মাস) নাই, এগারো মাসে জন্মাইসস্, হাত থেইক্যা জিনিস পড়ে ক্যান্? (দিদিমা মাকে হাত থেকে জিনিস পড়ে গেলে এই কথাগুলো বলে বকতেন)। (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (পুরো সময়ের আগে তো জন্মাসনি বরং সময়ের অনেক পরে জন্মাইসস্ – তা হইলে তো বেশী শক্ত পোক্ত হওয়ার কথা; তা হইলে হাত থেইক্যা জিনিস পড়ব ক্যান্?)

৬ / ১৯ আমি কান্দিনা লাজে, বইনে কান্দে সভার মাঝে; অথবা, মা কান্দেনা লাজে, মাসী কান্দে সভার মাঝে (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৭ / ২১ আমিও কানা দাদাও চোখে দ্যাখে না (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (আমি কোনও বিষয়ে অপারগ বা জানিনা বা দেখিনি, দাদার অবস্থা ও তথৈবচ)৷

৮ / ২৬ আমের হইসে বীচি কাঠালের হইসে কোষ এখন হইসে বন্ধু তোমার পাছার দোষ (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৯ / ২৯ আধার (আঁধার) ঘরের সাপ সব ঘরেরই সাপ (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

১০ / ৩৭ আমার জামাইরা সব লোকমাইন্য (দিদিমা তাঁর তিন জামাই এর সম্বন্ধে বোধহয় বিরক্ত হয়ে বা কটাক্ষ করে বলেছিলেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

১১ / ৪০ আপনা আপনা পর পর যে না বোঝে বর্বর (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (বেশীর ভাগ মানুষ নিজের কাজ বা পাওনা গুছিয়ে নেওয়ার পরে আর পিছনে তাকিয়ে দেখেনা-সেই কারণে যিনি অপরের জন্য করলেন তিনি নিজের জন্য এই বর্বর শব্দটি প্রয়োগ ক’রে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন)৷

১২ / ৪১ আবইলে গাই দোয়ানো (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।(মনে হয় নেপোয় মারে দই বুঝিয়েছেন) ৷

১৩ / ৪২ আপনা বইন কান্দেনা লাজে মাসাইত্ত (মাসতুতো) বইন কান্দে সভার মাঝে (মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

১৪ / ৫১ আইজ হইব কুটনা কাটনা,

কাইল হইব রান্নাবান্না,

পরশু হইব খাওয়া,

আমি আইজ ও আছি কাইল ও আছি পরশুই আমার যাওয়া

(মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)। (সে খাটবে কিন্তু খাওয়ার সময়ই সে থাকবে না-পরিহাস একেই বলে)৷

১৫ / ৫৩ আইজ বড় শীত ল্যাংটাউলার (যার কোন ও আবরণ নেই) গড়াগড়ি ক্যাথাওলার (যার কাঁথা আছে) গীত; ক্যাথাওলার গীত গো ক্যাথাওলার গীত (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।

১৬ / ৬১ আমে দুধে মিইশ্যা গেসে, আমি আঠি পইরা আসি (মা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।

১৭ / ৮০ আৎকা আৎকা ঢোলের বাড়ি লোকে বলে কি? (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (হঠাৎ হঠাৎ উৎপেতে কথা বললে বা প্রস্তাব দিলে নিন্দনীয় হয়)৷

১৮ / ৮৫ আখাপাসতলির (বগলের) তলে দাউ থুইয়া বৈরাগী নাচে কাউঠ্যা (কচ্ছপ) লইয়া (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

১৯ / ৮৮ আরগুণ নাই ছাড়গুণ আছে (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (এমনি ভাল বুদ্ধি নেই, লশুধু ছারখার করে দেওয়ার বুদ্ধি আছে)৷

২০ / ৯৬ আবোদা (বোকা) রে ঠকায় / মারে বোদায় (চালাক), বোদায় রে ঠকায় / মারে খোদায় (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)।

২১ / ১২২ আসে জন বসে জন (অতিথি অভ্যাগত)আছে, তাদের জন্য ব্যবস্থা তো রাখতেই হয় (বজ-আমি এই জ্যেঠিমাকে বজ ই বলতাম) (লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)।

২২ / ১৪২ আমার ব্রেইন খসাইয়া তোমার ব্রেইন পুষ্ট করার চেষ্টা করি আর তুমি কও ‘মনে নাই’ (বাবা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (ছেলেকে বকার সময়)৷

২৩ / ১৪৬ আমি হইলাম ছাই-পাতা হাতে নেওয়া পার্টি – মাজলে ঘষলে চক্ চক্ করে না হইলে কালা (কালো) হইয়া থাকে (আমার লেখাপড়া সম্পর্কে আমার মসতিষ্ক প্রসূত)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)।

২৪ / ১৫০ আমার মাথার যত চুল তোমার তত পরমাই (পরমায়ু) হোক (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)।(ঠাকুরমাকে প্রণাম ক’রলে তাঁর আশীর্বাণী)৷

২৫ / ১৫৮ আহার, নিদ্রা, ভয় যতই বাড়াবে ততই হয় (ডাঃ বরুন কুমার দত্তের পিসীমা)। (লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

২৬ / ১৮৩ আবাহন ও নাই বিসর্জন ও নাই (মা)।(লিখেছি ২৮।১২।২০১৮)।(কাউকে ডেকে আনব না, আবার আসলে ফেলে ও দেব না)৷

২৭ / ১৯৫ আপনা (নিজের) মন আনন্দে থাকলে পরের কথায় কি হবে? (মা)।(লিখেছি ০৫।০১।২০১৯)।

২৮ / ২৫৫ আরে, লাউয়া কি এমনিই ফলন্তং, আগে মাটি উলফুলা (খোঁড়া) করন্তং,বীজ বপন্তং, ফুল ফুটন্তং তবে না লাউয়া ফলন্তং (মেজ জ্যেঠিমার দাদা কবিরাজ দ্বিজেনানন্দ ভটাচার্য মামা)।(লিখেছি ২২।৪।২০১৯)। (সব কাজই ধাপে ধাপে ক’রতে হয়; দুম ক’রে বললেই হয় না)৷

২৯ / ২৫৯ আগে মাথা নীচু কইরা শেখ, তবে তো মাথা উঁচু কইরা দাড়াবি (দ্বিজেনদা)।(লিখেছি ০৩।৫।২০১৯)। (পড়ার সময় মানুষ মাথা ঝুঁকিয়েই পড়ে; শেখা শেষ হ’লে তবেই মাথা উঁচু করে)৷

(ই)

১ / ৭২ ইল্লৎ যায়না ধুইলে আর খাইসলৎ যায় না মরলে (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে)৷

২ / ২০৭ ইছিতে (সামনে এগোলে) মাইর (মার), পিছিতে (পিছিয়ে গেলে) মাইর, জান একেবারে জেরবার (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)।

(ঈ) নেই৷

(উ)

১ / ৩ উইড়্যা যায় বক, আমি তার গুনি রগ(শিরা)(মা)। (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (আমি এতটাই সজাগ যে খুব গোপনে করা কাজ ও ধরে ফেলি)৷

২ / ৩৪ উড়লে মশা পরলে হাতি (দিদিমা মাকে রেগে গিয়ে বলতেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (কাজ ক’রলে খুব তাড়াতাড়ি করে, কিন্তু না করলে হাতির মত অনড় হয়ে থাকে)৷

৩ / ৫৬ উল্টাইয়া শোও পালটাইয়া শোও পইথানে দুই পাও (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।(যেভাবেই চেষ্টা কর বা যেদিক দিয়েই চেষ্টা কর ফল একই)৷

৪ / ৭৩ উৎপাতের ধন চিৎপাতে যায় (বাবা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (যে অর্থ ন্যায় পথে অর্জিত হয়না সে অর্থ মানুষকে নানা খারাপ অবস্থার মধ্যে ফেলে)৷

৫ / ১১৮ উনা ভাতে দুনা বল অতি ভাতে রসাতল (আমাদের হাওড়া জিলা স্কুলের ইংরাজীর স্যর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কুমার পাল মহাশয়ের মা, অর্থাৎ আমাদের মাসীমা) ।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)। (অল্প খেলে বেশী দিন বাঁচা যায়, বেশী খেলে কম দিন বাঁচে)৷

৬ / ১৩৯ উঠতি বয়সের ছেলেরা যদি মায়ের কাছ থেকে কলাটা, মূলোটা (টাকা, পয়সা বা অন্যান্য আব্দার বা সুবিধা-সুযোগ) আদায় ক’রতে পারে তবে কি আর বাপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার খুব দরকার পড়ে? আবার মেয়েরা এই সুবিধা গুলি মায়ের কাছ থেকে পায়না - বাবাদের কাছ থেকে আদায় করে – ঠিক উল্টো অবস্থান (আমার মস্তিষ্ক প্রসূত)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)।

৭ / ১৭৮ উটকপালি খায় ভাত, খোঁচ কপালি কুড়ায় পাত (মা)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)। (চওড়া কপাল সৌভাগ্যবানের প্রতীক এবং সে ভাল খায় – পরে; আর এবড়ো-খেবড়ো কপাল বিশিষ্ট লোক সৌভাগ্যবানের উচ্ছিষ্ট পরিস্কার করে – যাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত তাঁদের লক্ষ্য ক’রে বলা)৷

(ঊ) নেই

(ঋ) নেই

(৯) নেই

(এ)

১ / ১৮ এ্যায়সা দিন নাহি রহেগা – এই দিন নিয়া থোও সেই দিনের কাছে (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (সুখের দিনে ধরাকে সড়া জ্ঞান কোরোনা, পরে দুঃখের দিন আসতে পারে সেটাও মাথায় রেখ)৷

২ / ৩২ এ্য।কই সময়ের বিয়া কেউ যায় ছেলে কোলে লইয়া কেউ থাকে চাইয়া (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩ / ৭০ এই না দিন পিছে ঠেলি সামনে না য্যান পড়ে তেলি (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (সমস্যা জর্জরিত দিনগুলি কোন ও ক্রমে অতিক্রম করছি; আর যেন সামনে কোনো বাধা–বিপত্তি না আসে)৷

৪ / ৭৪ এই কানেতে ঝুমকা দেব তবে রব ঘরে (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (মেয়েদের বিশেষ করে কিশোরী মেয়েদের নানা উদ্ভট জেদী আব্দারের জবাবে মায়েদের বকাঝকা)৷

৫ / ৯৩)এ্যাং নাচে ব্যাং নাচে খইলসা পুটি বলে আমিও নাচি (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (কোন ও একটা ব্যাপারে সবাই মিলে একসাথে নাচানাচি শুরু করে – শ্লেষার্থে)

৬ / ১১২ এর জন্যই তোমার ছেলের নাম শশধর (মা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (ছেলে যার প্রায় ১২ বছর বয়সে অক্ষর জ্ঞান হয়েছে এবং তার বাবা তাতেই পরম সন্তুষ্ট; সেজন্য বাবাকে এ কথা বলা হচ্ছে কারণ শশধর লিখতে তো আর কোনো আ-কার, ই-কার ইত্যাদি বা কোনো যুক্তাক্ষর লাগেনা বা অন্য কোনো জটিল লেখা ও লিখতে হয়না)৷

৭ / ১১৩ এঽ জন্যই মাসী বৃন্দাবন যায় (মা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (নিকট সম্পর্কীয়দের বিরূপতা এতটাই যে মাসীমা বৃন্দাবন চলে যাচ্ছেন)৷

৮ / ১১৫ একা খেতে এলনা, ঝুণ্ডু (দল বেঁধে রবাহুত) বেঁধে এল (শাশুড়িমা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (নিমন্ত্রিত একজন; রবাহুত হ’য়ে খেতে এল বহুজন)৷

৯ / ১২০ এক নম্বরের আচাটা (পাকা) ছ্যাড়া (ছেলে)(ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)। (উল্টা পাল্টা কথা বলা ছেলে যার উপরে নি্র্ভর করাযায় না)৷

১০ / ১৩৬ এক আঙুল অন্যের দিকে তুললে তিন আঙুল তোমার দিকে তাক্ করে (শ্রুতি) (লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (ওড়িশার এক ডাক্তারবাবু আর আই ও কোলকাতার ট্রেনিং প্রোগ্রামে কথায় কথায় আমাকে ব’লেছিলেন)।

১১ / ১৭১ এক পা আউগানোর আগে তিন পা পিছাইয়া (পিছিয়ে) নিও (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (ক্রমিক নম্বর ১৭০ এর মতই অর্থাৎ ‘ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিওনা’ (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)।)

১২ / ১৭৬ এই কাম ক’রতে গ্যালে ত’র পাছা দিয়া লাল হুত্তা (সূতো) (রক্ত আমাশা) বাইর অইব (হইব)(ঠাকুরমা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (খুবই কঠিন কাজ ক’রতে গেলে ক্ষতি হবে)৷

১৩ / ১৭৭ একেবারে তিন ত্যারো (তেরো) সাড়ে বারো করবিনা (মা)।(লিখেছি ২৬।১২।২০১৮)। (কোনো রকম প্যাঁচ খেলবিনা বা জট পাকাবি না)৷

১৪ / ১৮৯ এই কাচা (কাঁচা) আমের টুকরাডা মাছের ঝোলের একপাশে দিয়া থুইলাম সিদ্ধ হইয়া যাইব, চিন্তা করিস না মা (দাদামশাই)।(লিখেছি ০১।০১।২০১৯)। (মাছের ঝোলের স্বাদ পালটে যাবে জেনেও তাঁর এই অবোধ আব্দার মাকে সহ্য ক’রতে হ’ত)৷

১৫ / ২০৪ একদম বিল্কি চিল্কি (আব্দার, প্যানপ্যানানি, ঘ্যানঘ্যানানি) করবি না, খাইয়া নে (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (সন্তানরা খেতে আপত্তি ক’রলে বলতেন)৷

১৬ / ২০৮ এক বুড়ীর ছত্ত্রিশ দোষ, নাকের আগে বিস্ফোট (ফোঁড়া) (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (বুড়ো মানুষদের বহু দোষ বিশেষতঃ নানা শারীরিক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়)৷

১৭ / ২৩৩ এক বুড়া (বুড়ো) কয় আরেক বুড়ারে থুথ্থুরা (শ্রুতি)।(লিখেছি ২৪।০১।২০১৯)। (নিজেকে কম বয়সী দেখানোর প্রবনতা)৷

১৮ / ২৪০ এক গাল জিগায় আরেক গালরে, কি খালি (খেলি) রে ? (মা)।(লিখেছি ১৫।০২।২০১৯)। (খুব কম খাওয়া বোঝানোর জন্য এই প্রবচন)৷

১৯ / ২৫৩ একে মরি রামচন্দ্রের শোকে, আরও মারে অযোধ্যার লোকে (মা)।(লিখেছি ১৭।৪।২০১৯)। (একেই নিজের জ্বালায় জ্বলছি, তার সঙ্গে বাইরের লোক ও জ্বালাচ্ছে)৷

(ঐ) নেই

(ও) নেই

(ঔ) নেই

(ক)

১ / ১১ কাউয়ার (কাক)বাসায় কুলির (কোকিল) ছাও জাত স্বভাবে করে রাও (আওয়াজ) (বড় জ্যাঠিমা)৷ (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। ( যার যা স্বভাব তা বেরিয়ে পড়বেই)৷

২ / ৩০ কইলে লরা লরা (কাঁড়ি কাঁড়ি) না কইলে প্যাট ভরা (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (বললে অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হয়, না বললে নিজের ভেতর কথা গুলি থেকে যায়)৷

৩ / ৩৯ কুজার (কুঁজোর) ও ইচ্ছা হয় চিত্তইয়া (চিৎ হয়ে) শুইতে (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৪ / ৫৭ কুত্তার লেঙ্গুড় ঘি দিয়া মাজলেও সিধা হয়না (শ্রুতি)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।

৫ / ৫৮ কয়লা খাবে আঙ্গার হাগবে (পায়খানা করবে) (মা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (খারাপ কাজ ক’রলে প্রতিফল পাবেই)৷

৬ / ৭১ কখন ও কুরব কখন ও নীরব (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (স্বামী বা অন্য কারোর ওপর কটাক্ষ করে – অর্থাৎ কখন ও চেঁচামেচি, কখন ও চুপচাপ)৷

৭ / ১২৩ কাজীর কাছে জিগাইলে দুগ্গোৎসব মানা (মা)।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)। (স্বামীকে বা মালিককে বা কর্তাকে বিধি নিষেধের ব্যাপারে কটাক্ষ করা – কোনও কিছুর অনুমতি চাইলেই আগে তিনি ‘না’ করেন)৷

৮ / ১৩৮ কথায় কথা বাড়ে দম ফুরাইলে আয়ুক্ষয় (দাদামণি)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (ঝগড়া ক’রে কোন ও লাভ হয়না, নিজেরই ক্ষতি হয়)৷

৯ / ১৪৭ কুন্ (কোন) দিকে তাকাইয়া কথা কস্ – পাছার দিকে তাকাইয়া? (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)। (বেঠিক কথা অথবা যে কথার সারবত্তা নেই অথবা মিথ্যা কথা)৷

১০ / ১৫২ কামডা (কাজটা) তো করসস্ কইলি, কিন্তু কামডা ঠিকঠাক হইসে কিনা দেখসস্ (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

১১ / ১৫৩ করা আর হওয়া এক জিনিস না (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (আগেরটা অর্থাৎ ১০ / ১৫২ র মতই)

১২ / ১৬৪ কোন ও কিছুই তুচ্ছ নয়; প্রত্যেকটা ছোট কাজে বা জিনিসে ও একটা ছোট প্যাঁচ থাকে – তাকে অবজ্ঞা করা চলে না (মা)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)।

১৩ / ১৭৪ কথার বৃহষ্পতি (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (বাকপটু / বাকসর্বস্ব; কাজের না)৷

১৪ / ১৭৫ কাঠে কোপ দিয়া দেখলাম বড়ই শক্ত; তখন ঠিক করলাম সবে মিল্লাই এক নাও (নৌকো)(মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (একটা বড় কাঠের গুঁড়ি বানের জলে ভেসে যাচ্ছিল; অনেক কষ্টে তাকে ধ’রে পাড়ে এনে ঠিক করলাম যে বাবা, দাদা এবং আমার জন্য আলাদা আলাদা নৌকা বানাব৷ কিন্তু কাঠটায় কোপ দিয়ে দেখলাম যে তা এত শক্ত যে তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে তিন জনের জন্য একটা নৌকাই তৈরী হবে৷ জীবনে অনেক সুন্দর পরিকল্পনাই বাস্তবের চাপে বাধ্য হ’য়ে সংক্ষিপ্ত ক’রে রূপায়ণ ক’রতে হয়)৷

১৫ / ১৭৯ কাজের বেলা কাজী কাজ ফুরাইলে পাজী (মা)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)। (প্রয়োজনে কাউকে ব্যবহার ক’রে পরে প্রয়োজন শেষ হ’য়ে গেলে তাকে না চেনা বা উল্টে গালাগালি দেওয়া)৷

১৬ / ১৯৩ কোনও অফিসে কাজে গেলে ‘মাথা’ র সাথে কথা কবি (বলবি)দারোয়ানের সঙ্গে কথা ক’বিনা (মা)।(লিখেছি ০৪।০১।২০১৯)।

১৭ / ২০৯ কারুরে (কাউকে) কিছু দিয়া পিছন ফিইরা দেখবিনা (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (কাউকে কিছু জিনিস বা টাকা দিয়ে মনে রাখবিনা)৷

১৮ / ২১৭ কানা গরু ব্রাহ্মণরে দান (বাবা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (ব্রাহ্মণের ক্ষমাশীলতার ওপর ভরসা ক’রে কানা গরু দেওয়া; তাকে রক্ষনাবেক্ষণ ক’রতে গিয়ে ব্রাহ্মণের নাজেহাল অবস্থা)৷

১৯ / ২৩৯ কত রবি জ্বলেরে কেবা আখি (আঁখি) ম্যালেরে (মা)।(লিখেছি ৩০।০১।২০১৯)। (মা)।(লিখেছি ০২।০২।২০১৯)। (অনেকক্ষন দিনের আলো ফুটে গেছে অর্থাৎ সূর্য উঠে গেছে কিন্তু এখন ও ঘুম ভাঙল না৷ ঘুম ভাঙানোর জন্য মৃদুভাবে বলা আর কি)৷

২০ / ২৫২ কাইচ কাইট্যা (আংশিক) কাম (কাজ) করবিনা, সাপটাইয়া (পরিপূর্ণ ভাবে) করবি (মা)।(লিখেছি ২১।৩।২০১৯)। (কোন ও কাজের অংশ বিশেষ করার মানসিকতা যেন না থাকে; সমস্ত কাজটা শেষ করার চেষ্টা যেন থাকে – ফাঁকিবাজি যেন না থাকে)৷

২১ / ২৬০ কইন্যার বাখাঞ্চি (প্রশংসাকারী) ক্যাডা (কে)?

উত্তর – কইন্যার মা

আর ক্যাডা?

উত্তর – কইন্যার বাবা

আর ক্যাডা?

উত্তর – কইন্যা নিজে (প্রোফেসর ডাক্তার মীরা রায় ম্যাডাম)।(লিখেছি ০৯।৫।২০১৯)। ( মানে মা, বাবা এবং কন্যা নিজে ছাড়া অন্য কেউ প্রশংসাকারী নেই – তার মানে কন্যা প্রশংসার যোগ্য নয়)৷

(খ)

১ / ৯ খায় দায় পাখিটি বনের দিকে আখিটি (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (আনমনা কিশোরী মেয়েদের বা এমনি ও মেয়েদেরকে বকাঝকার সময় ব’লতেন)৷

২ / ৫০ খ্যাতের ধান আর প্যাটের বাচ্চা কি চাপা দেওয়া যায় - নিজের মনেই বাড়ে, গোপন করা যায়না (বজ - আমি এই জ্যেঠিমাকে বজ ই বলতাম) (লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৩ / ৮৬ খালি আঁঢলে গিঁট দিয়া সারা জীবন চালাইলাম (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (নিষ্পেষিত দারিদ্র্য, অসুস্হতা ইত্যাদি ভয়াবহ সমস্যার সমাধান করা কত কঠিন৷ শুধু মনের জেদে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করা)৷

৪ / ৮৯ খুড়ীং খুড়ীং খুড়ীং খুড়াং গ্যালেন কোথা? (ভাইপো টোল থেকে পড়ে পন্ডিত হয়ে ফিরছে জেনে খুড়ো মশাই বিদ্বান ভাইপোর সামনে বেরোতে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে মাচার তলায় বসে আছেন)৷ এবার কাকীমার জবাব - অনুষ্বারং দিলেই যদি সংস্কৃতং হতং তবে ক্যান তোমার খুড়া মাচার তলায় যেতং? (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (ভাইপো সেরকম কিছুই শেখেনি)৷

৫ / ৯২ খাওয়াইব শক্ত হাগাইব রক্ত (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (ভাল খাওয়াবে কিন্তু কাজ ও কঠিন ভাবে আদায় ক’রবে)৷

৬ / ৯৭ খোদার ওপর খোৎকারী (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (কর্তৃপক্ষের ওপরে মাতব্বরী)৷

৭ / ১২১ খায় আর ঘুমায় কামের (কাজের) দিশা নাই (মা)।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)।

৮ / ১৪১ খাওনের বেলায় আস (আছ) নিমাই কামের বেলা নাই (মা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (ছেলে মেয়েদের বকা ঝকার সময়ে)৷ (৬ / ১২১ এর মত)৷

৯ / ১৯৮ খাওয়ার শেষে পায়েস হইল মহারাজের রথ (মা)।(লিখেছি ০৬।০১।২০১৯)। (প্রচুর খাওয়ার পরে পেট ভরে গেলেও শেষ পাতে পায়েস ঠিকই পেটে চলে যায় যেমন ভিড়ের মধ্যে ও মহারাজের / মন্ত্রীদের গাড়ী ঠিক পথ করে বেরিয়ে যায়)৷

১০ / ২৪৭ খরহরি বিষধরী (মা)।(লিখেছি ২২।০২।২০১৯)। (সাপের মত ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন)৷

(গ)

১ / ৮ গরীবের একটা মরণ কোনোরকমে চিত্তইয়া পইড়্যা থাকন (দাদামণি)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (অকিঞ্চিৎকর মানুষের অবহেলিত মৃত্যু)৷

২ / ১০৫ গরীব যদি কম্বলে বসে মাগ্গে (পাছা) চুলকায় আর হাসে (শ্রুতি)।(লিখেছি ১১।১২।২০১৮)। (কোন অচেনা বা অজানা পরিস্হিতিতে পড়লে মানুষের নিজেকে বিজ্ঞ প্রতিপন্ন করার জন্য বোকার মতো হাসি)৷

৩ / ১৪৫ গলায় কন্ঠী পইরা বিনয় করে (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন, অর্থাৎ ভোলা কাকুর কাছে বৈষ্ণব বিনয় কথাটা শুনে আমি এই বাক্য লিখি)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)।

৪ / ১৫৭ গুড়ের নাগরিতে (কলসিতে) হাত ডুবাইয়া বইয়া রইসস্, গুড় ছাড়াইয়া হাত বাইর করতে পারতাসস্ না; অন্য কামগুলি ক্যাডা ক’রব? (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (ফাঁকিবাজ লোক এমন একটা কাজে আবদ্ধ হ’য়ে থাকে যে অন্য কাজ আর করে না)৷

(ঘ)

১ / ১০৮ ঘর জ্বালানি পর ভুলানি (শ্রুতি)।(লিখেছি ১২।১২।২০১৮)। (ভদ্রমহিলাদের স্বামীকে কটাক্ষ ক’রে বলা৷ বেশীরভাগ ভদ্রমহিলাই স্বামীর সম্বন্ধে এই মত পোষণ করেন – সন্দেহ বিলাস আর কি)৷

(ঙ) নেই

(চ)

১ / ১৬ চালুনিরে নিন্দায় সূচে, বাওসেরে নিন্দায় ঝারি, জুনিপক্ষি (জোনাকি) তে মাণিক্য নিন্দায় সেই সে দুঃখে মরি (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ৫৯ চিন্তা কোরোনা, ও আপনজলে সিদ্ধ হয়ে যাবে (আমার মস্তিষ্ক প্রসূত)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (যে অন্যায় করে সে কোন না কোন ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করে)৷

৩ / ১৬২ চিত্তইয়া (চিৎ হ’য়ে) শুইয়া ছ্যাপ (থুতু) ফালাইলে নিজের উপরেই পরে (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)।

৪ / ১৯০ চিন্তা করিস না, আমার দেনায় পাওনায় সমান; মাটি কামড়াইয়া পইরা থাকিস (দাদামশাই)।(লিখেছি ০১।০১।২০১৯)। (অসুস্থ হ’য়ে পড়লেই তিনি সন্তানদের ব’লতেন)৷

৫ / ২৩৮ চন্দ্রনাথ য্যান মনে পড়ে, তার পথ য্যান মনে না পড়ে (মা)।(লিখেছি ৩১।০১।২০১৯)। (চন্দ্রনাথ মন্দিরের পথ খুব দুর্গম৷ সেজন্য চন্দ্রনাথ যেন স্মরণে থাকেন; পথের দুর্গমতা যেন স্মরণে না থাকে৷ কোন ও ঈপ্সিত কাজ বাস্তবায়িত করা কোন ও কোন ও সময় ভীষণ কঠিন হয়; পরে যেন সেই কঠিন প্রচেষ্টা মনে না থকে)৷

৬ / ২৪১ চোখের ধমকে বা শাসনে (মানে চোখের ইশারায়) ছেলে / মেয়ে বশ না মানলে সেই ছেলে / মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয় (মা)।(লিখেছি ১৬।০২।২০১৯)।

৭ / ২৪৮ চুরে (চোরে) কাঠাল নিসে (নিয়েছে) ঘন জিরানে (জিরিয়ে)(মা)।(লিখেছি ২৫।০২।২০১৯)। (গ্রামের রাস্তায় হাতির পায়ের ছাপ দেখে গ্রামবাসীরা চিনতে না পেরে উদ্বিগ্ন হ’য়ে স্থানীয় পণ্ডিতের কাছে গেল৷ সে পণ্ডিত নাকের তুলো, কানের তুলো (সে তুলো গুঁজে রাখত পাছে তার জ্ঞান বেরিয়ে যায়) খুলে উপরের উক্তি করে যা ছিল সবটাই ভুল কারণ সে হাতির পায়ের ছাপ চেনে নি; তাই তার মতে চোর ভারী কাঁঠাল বইতে গিয়ে ঘন ঘন পথে নামিয়ে বিশ্রাম নিয়েছে৷ আসলে এ পণ্ডিত অপদার্থ৷)৷

(ছ)

১ / ১৫৪ ছেলে মেয়ে হ’ল দাদের চুলকানি, না চুলকেও সুখ নেই চুলকেও শান্তি নেই (শ্রুতি)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

২ / ২০২ ছাওয়াল, মাইয়া দুইই প্যাটে ধরতে হয় নইলে নাড়ী (গর্ভ)শুদ্ধ হয়না (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (আগের দিনে ছেলে-মেয়ে দুইই না থাকলে সে ভদ্রমহিলার কোনও শুভ কাজে অংশগ্রহন করা নাকি অসুবিধাজনক মনে করা হ’ত)৷

৩ / ২১৬ ছায়ারে লাথ্থি দ্যাখাইলে ছায়াও লাথ্থি দেখায় (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

(জ)

১ / ৩৫ জয়কালে ক্ষয় নাই মরণকালে ওষুধ নাই (বাবা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ২১৪ জল, সময় এবং অর্থ কারোর জন্যঅপেক্ষা করেনা, অপব্যয় ক’রলে ভুগতে হয় (আমার মস্তিষ্ক প্রসূত)৷(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

৩ / ২২৮ জানিনা, পারিনা, নেইকো ঘরে, এই তিনেতে দেবতা হারে; মানুষ কোন্ ছার (অধ্যাপক ভোলানাথ সেন কাকু)।(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

৪ / ২৪৪ জাত ও দিলাম, প্যাট ও ভরল না (মা)।(লিখেছি ২০।০২।২০১৯)। (ক্ষুধার তাড়নায় স্বাধীনতা / স্বধর্ম / আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও পেট ভরা খাওয়া জুটল না)৷

৫ / ২৬১ জামাই হ’ল দশম গ্রহ (শ্বশুর মশাই)।(লিখেছি ১৪।৫।২০১৯)। (ন’টি গ্রহ আমরা জানি, তাদের প্রকৃতি ও জানি; কিন্তু অজানা দশম গ্রহ এখানে উৎপাত বলেই মনে হয় কারণ তার প্রকৃতি আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা)৷

(ঝ)

১ / ২৫৭ ঝরে বক মরে, ফকিরের ক্যারামত (কেরামত) বাড়ে (মা)।(লিখেছি ২৬।৪।২০১৯)। (আপন মনে ঘটা কোন ও ঘটনার কৃতিত্ব যদি কোন ও ব্যক্তি নেওয়ার চেষ্টা করে)৷

(ঞ) নেই

(ট) নেই

(ঠ)

১ / ১২৭ ঠগের বাড়ীর নিমন্তণ্ণ আচাইলে সিদ্ধি (গোঁসাই)(বাবা)।(লিখেছি ১৫।১২।২০১৮)। (জোচ্চোরের বাড়ীর ফলার)৷

(ড)

১ / ২৪ ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা তার নাম মহা ঊষা (ব্রাহ্ম মুহূর্ত)(মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ৮৩ ডাইল ভাত সরকারী খানা, চোখ টিপি আর গলা টানা (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (পরিমাণে কম, দানের খাওয়া বিনা প্রতিবাদে খুবভাল খাওয়ার ভান ক’রে কষ্ট ক’রে খাওয়া)৷

৩ / ২১২ ডাইক্যা দারিদ্র আইন (এন) না (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

৪ / ২২৭ ডুইব্যা ডুইব্যা জল খাও, একাদশীর বাপেও ট্যার (টের) পায়না (ঠাকুরমা, মা)।(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

৫ / ২৬৬ ড্যাকশালার (রান্নাঘরের) আবার পাছদুয়ার (পিছনের দরজা)(মা)।(লিখেছি ১২।৬।২০১৯)।

(ঢ) নেই

(ণ) নেই

(ত)

১ / ৪ তুমি চল ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায় (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ২৭ তার হরাত (শ্রাদ্ধ) করা কাম (বন্ধু সুমিত মোদকের দিদিমা রেগে গেলে বলতেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩ / ২৮ তুই একটা গব্বস্রাব (গর্ভস্রাব) (অথবা), তুই আমার একটা গব্বস্রাব (মানে অপদা্র্থ) (ঠাকুরমা রেগে গেলে বলতেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৪ / ৩৩ তবু তো ও পোলার মাগ্গ (পাছা) মাইয়ার মাগ্গ মুছাইল (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৫ / ৪৭ তোমার আছে গরু আমার আছে ভেড়া (শ্বশুর মশাই এর গানের সুর না থাকায় শাশুড়ী মা যখন সুর করে গাইতে বলতেন তখন শ্বশুর মশাই এর রাগের উৎসার ঐ প্যারোডি) (দীপালি)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৬ / ৬৫ তুই আমার প্যাটে একটা কুমড়া হইসস্ (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (ছেলেকে বকাবকি করার সময় বলতেন – কুমড়া অপদার্থ হিসাবে ব্যবড়্হিত)৷

৭ / ৬৮ (ভূতের মত খোনা গলায় সন্ধ্যা বেলায় রান্নাঘরের জানালা দিয়ে রান্নায় ব্যস্ত ছেলে মাকে বলছে) তোমার নইরা (নরু) বাচব নারে বাচবনা; মা উদ্বিগ্ন হ’য়ে জিজ্ঞাসা করলেন ক্যান, ক্যান বাচবনা – ভূতের গলায় ছেলে উত্তর দিল – চাউল চাবাইব দিব ফাল (লাফ) নইরা বাচব অনেক কাল (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (মানে ছেলে নরু পড়াশোনা বাদ দিয়ে লাফালাফি ক’রে বেড়াবে সেটা মাকে দিয়ে অন্যভাবে কবুল করিয়ে নিতে চাইছে)৷

৮ / ৭৭ তিন কাল গিয়া এক কাল ঠেকসে এখন ও আশা আকাঙ্ক্ষা গ্যাল না (মা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)।

৯ / ১১১ তিন দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন (ঠাকুরমা এবং ছোড়দা-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়)। (লিখেছি ১২।১২।২০১৮)।

১০ / ১৪০ তুই একখান আকাইমার ঢেকি (দ্বিজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী মানে দ্বিজেনদা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (অপদার্থ, সব অকাজ করে)৷

১১ / ১৫১ তিন কড়া (৪ কড়ায় ১ গন্ডা হয়) কইরা গন ক্যান?

উত্তর – আমি গণা জানিনা৷

তবে ৫ কড়া কইরা গন৷

উত্তর – তয় (তা হ’লে)যে আমি ঠকি৷ (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।

(সেয়ানা পাজী; গোনা বিলক্ষণ জানে)৷

১২ / ১৬০ ত’র বড় বেশী প্যাখম (পেখম) গজাইসে (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (বড় বেশী বাড়াবাড়ি করার জন্য ছেলে মেয়েকে বকাবকির সময় বলা)৷

(থ)

১ / ২৩ থ্যাঙ্কামণির (বোধহয় থাঙ্কমণি কুট্টিকে বোঝাতে চেয়েছেন) ডান্স পাইস (ছোটমাসী তাঁর কিশোরী মেয়ে বুলি অর্থাৎ আমার বুলিদিকে বকাবকি করার সময় বলছেন)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ১৯৭ থুইসি কুটনা কাটনা, আইসে ঘুম (মা)।(লিখেছি ০৬।০১।২০১৯)। (আরব্ধ কাজ শেষ না ক’রে নিদ্রা যাওয়া বা কাজ ফেলে রেখে ইচছাকৃত ঘুমের ভান করা)৷

(দ)

১ / ৩৬ দাদ ছাড়া চাম নাই রূপচান (রূপচাঁদ)নাম,

জল ছাড়া মাটি নাই ঠনঠইনা (ঠনঠনে শুকনো) গ্রাম,

অমইরা (অমর) মরসে, লহ্মী কুড়ায় নাড়া (ধানগাছের গোড়া),

এ্যার জইন্যই মায় (মা) নাম থুইসিল ঠ্যানঠ্যাইনা খোড়া (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

(অনেক সময়ই চরিত্রের বিপরীতধর্মী নাম লক্ষিত হয়)৷

২ / ৬৩ দিবেন কিঞ্চিৎ, না করবেন বঞ্চিৎ (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (অল্প জিনিস যেমন প্রসাদ ইত্যাদি কেবল সামান্য কিছু জনকে না দিয়ে সবাইকে সামান্য ক’রে হ’লে ও দেওয়া)৷

৩ / ৮৭ দাদের চুলকানি, চুলকাইয়াও আরাম নাঈ না চুলকাইয়াও শান্তি নাই (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (পুরোনো ঘটনার সমাধান অনেক সময়ই কঠিন হ’য়ে পড়ে)৷

৪ / ২১০ দেখ্যাইতার (যে দেখায়) লাজ নাই দ্যাখতার (যে দেখে তার) লাজ (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (যে অসভ্যতা করে তার দেষ নেই, যে দেখে তার দোষ৷ মানে ঘুরিয়ে সংযত জীবনশৈলী অভ্যাসের কথা বলছেন)৷

৫ / ২৩০ দিনে একবার হাগে (পায়খানা করে) যোগী, দুইবার হাগে ভোগী, তিনবার হাগে রোগী (মা)।(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

৬ / ২৩১ দেয়াল (দেওয়াল) গড়ে শেয়ালে ( দেরাদুনের এক ধর্মশালায় এক পর্যটক ভদ্রলোক ছোট শঙ্খকে মানে আমার ছেলেকে, বলেছিলেন)। (লিখেছি ১৬।০১।২০১৯)। (বিভেদ গড়ে ধূর্ত মানুষ – তার নিজের স্বার্থে)৷

(ধ)

১ / ১০৭ ধইন্য (ধন্য) করসে রামনারাইনা বাড়ীর মইধ্যে পেয়াদা আইন্যা (মা)।(লিখেছি ১২।১২।২০১৮)। (রামনারায়ন এতই গুন সম্পন্ন মানে শ্লেষার্থে দোষযুক্ত যে তার খোঁজে বাড়ীতে পেয়াদা আসে)৷

২ / ২৪৫ ধনসুখী মরে কুয়ার (কুঁয়োর) জল খাইয়া (মা)।(লিখেছি ২২।০২।২০১৯)। (ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে)৷

(ন)

১ / ৮১ না কানলে (কাঁদলে) মায়ে ও দুধ দ্যায়না (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (চাহিদা না থাকলে কিছু পাওয়া যায়না)৷

২ / ১৩১ ‘না’ বাচক কথা বইলনা, স্বস্তি মুনির মুখে পড়লে ঐ ‘না’ কথাটাই ফইল্যা যাইব৷ ‘হ্যাঁ’ বাচক কথাই কও৷ (মা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (স্বস্তি নামের একজন মুনি সব সময়ই নাকি ‘ওঁ স্বস্তি’, ‘ওঁ স্বস্তি’ বলছেন৷ না বা হ্যাঁ বাচক কথা উচ্চারণের সময় ‘ওঁ স্বস্তি’ র সঙ্গে যদি একই সাথে উচ্চারিত হ’য়ে যায় তবে ‘না’ বা ‘হ্যাঁ’ বাচক কথার বিষয় বস্তু ফলে যায়)৷

৩ / ১৪৪ নিজের দিকে চাইয়া (তাকাইয়া) কথা কইস্ (মা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (অন্যকে কিছু বলার আগে অর্থাৎ সাধারণ ভাবে দোষারোপ করার আগে নিজের দিকে ভেবে বলা উচিৎ)৷

৪ / ১৮১ না ক’রলে বিকালি সিংহী হয় শৃগালি (মা)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)।

৫ / ১৮৪ নিন্দায় সকল ই ফলে বাদে উচা (উঁচু)দন্ত (দাত)(মা)।(লিখেছি ২৮।১২।২০১৮)। (নিন্দা ক’রে অনেককেই নীচু করা যায় কিন্তু নিজের দোষনীয় উঁচু দাঁত নীচু করা যায়না অর্থাৎ নিজের দোষ গুলো ঢাকা দেওয়া যায় না)৷

(প)

১ / ১৫ পিঠা খাও পিঠার ফইড় (ফুটোগুলো) গোন না (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।(তৈরী করা জিনিস পাও / খাও – তৈরী করার কষ্ট বোঝ না)৷

২ / ২৫ পারবিনা ক্যান না পারলে খাবি কি? (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩ / ৪৯ পাড় দিতে দিতে হলেম রে সারা আর কত পাড় দিব রে শালারা (মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)। (পাত্রীপক্ষের এক ভদ্রমহিলা পাত্রপক্ষের ক্রমাগত সমালোচনার জবাবে বলেছিলেন-তিনি নাকি কোনো শাড়ীর পাড়ে এই লেখা দেখেছিলেন; পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন)৷

৪ / ৬০ পাঁক ঘেটোনা দুর্গন্ধ বেরোবে (বাবা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)।

৫ / ৮৪ পাইনসা (আলুনি) ঝাল সইহ্য করা যায় না (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (কাজ করে না বা খারাপ ভাবে কাজ করে অথচ মুখে বড় বড় বা জ্বালা ধরানো কথা বলে)৷

৬ / ১০০ পরের কথায় নাচস্ (নাচ) ক্যান নিজের বোধ (বুদ্ধি) মত চল্ (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)।

৭ / ১২৬ পাগলা মাধাই, তাল বেতালের গোসাই (গোঁসাই)(ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৫।১২।২০১৮)। (নাতিকে বকার সময়)৷

৮ / ১২৯ পাগলের / নির্বোধের গোবধে আনন্দ (বাবা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (বোকা মানুষ অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ কাজ করে)৷

৯ / ১৩০ প্রেসিডেন্ট দেয় বাণী, গভর্ণর দেয় ভাষণ, ডিসি (ডিএম) পারে প্যাচাল আর আমরা পারি ফ্যাড়া প্যাচাল (আজে বাজে কথা) (তদানীন্তন পূ্র্ব পাকিস্তানের এক সাধারণ নাগরিকের উক্তি – দাদামণির কাছে শোনা) (লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)।

১০ / ১৩৫ পুরান নায় (নৌকায়) তালি - তুলি, নতুন নায় গাব – গোবর (মা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (পুরোনো জিনিসকে তালি দিয়ে এবং দরকার মত তুলির সাহায্যে রং ক’রে পুনরায় ব্যবহার্য করা আর নূতন জিনিসকে গাবের আঠা দিয়ে গোবর লেপন ক’রে বহুদিন যাতে ব্যবহার করা যায় সেই ব্যবস্থা করা – পুরোনো কৃষি ভিত্তিক সমাজে চালু ছিল)৷

১১ / ১৬৫ প্রত্যেক বাচ্চাই ভগবানের কৃষি (মা)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)। (প্রত্যেকটি নবজন্মই ভগবানের উপর নির্ভর করে)৷

১২ / ১৬৬ প্যাটে নাই গাদি (খিদে) ভাতরে কয় হারামজাদি (মা)।(লিখেছি ২২।১২।২০১৮)। (পেটে খিদে নেই তাই ভাত পছন্দ হচ্ছেনা, গালাগালি ক’রছে)৷

১৩ / ১৬৭ পান খাই, গান গাই, দিন যায় (বাবা)।(লিখেছি ২৪।১২।২০১৮)। (কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় আগের দিনের ধনাঢ্য ভূস্বামীদের জীবনযাত্রার এক কথায় বিবরণ)৷

১৪ / ১৭২ পাড়াপড়শি মরা বিধবা (মা’র সোনা বইন মানে সবচেয়ে বড় পিসতুতো দিদির উক্তি) (মা’র কাছে শুনেছি)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (আগের দিনে সেই ‘দিদি’ র খুব ছোট বয়সে হ’য়েছিল৷ বিয়ের পর আর স্বামীকে দেখেন ও নি৷ তারপরেই হঠাৎ স্বামীর মৃত্যুর খবর পান৷ তাই তিনি তাঁর বৈধব্য কে এইভাবে ব্যক্ত করতেন; অন্তরের একটা আক্ষেপের সুর তো আছেই)৷

১৫ / ২০০ পারেনা কিরিক্কিরি করতে চায় দারোগগিরি (দারোগাগিরি)(মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (কিরিক্কিরি মানে ইংরাজী বলা এবং লেখা৷ ইংরেজ আমলে ইংরাজী ভাষার সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান বিহীন লোক দারোগার কাজ ক’রতে চায়)৷

১৬ / ২০৫ পোলাপানের কত আখোইট(আব্দার) সইহ্য ক’রতে হয় নইলে মা হইস ক্যান্? (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (মা, ঠাকুরমা হিসাবে বউমার কাছে নাতি-নাতনিদের সম্বন্ধে ওকালতি ক’রছেন৷ ‘এ’ বর্ণে ১৪ / ২০৪ নম্বরে মা হিসাবে আর ‘প’ বর্ণে ১৫ / ২০৫ নম্বরে ঠাকুরমা হিসাবে অবস্থান – বিপরীতধর্মী অবস্থান)৷

১৭ / ২১৩ প্রতি গরাসে (গ্রাসে) মাছের মুড়া খাইও, বুদ্ধি হইব (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (এই মাছের মুড়ো কিন্তু ছোট মাছের মুড়ো; বড় মাছের মুড়ো নয়)৷

১৮ / ২২৩ প্রভাতে গোবিন্দ নাম, সিদ্ধ হবে মনস্কাম (অবিভক্ত দেশের পূর্ববঙ্গের নেত্রকোণার বারৈপাড়ায় আমাদের বাড়ীর পুরোহিত স্বর্গীয় লহ্মীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়)(লিখেছি ১৪।০১।২০১৯)।

১৯ / ২৩৫ প্যাটে পায়খানা থাকলে ইনাইয়া বিনাইয়া হাগা যায় (শ্রুতি)।(লিখেছি ৩০।০১।২০১৯)। (অনেকসময় অর্থবান ব্যক্তি নানা অদ্ভুত ইচ্ছা মেটাতে অর্থ ব্যয় করে)৷

২০ / ২৫৬ প্রত্যেকের ভাল দিকটা নেওয়ার চেষ্টা ক’রবি (মা)।(লিখেছি ২৩।৪।২০১৯)।

২১ / ২৬৫ পোষাকের ছাট-কাট বুঝি, কিন্তু কাচির (কাঁচির) ফ্যারতাটাই (কাঁচি ঘুরিয়ে কাটতেই পারিনা) দিতে পারিনা (দিদিমা)(দিদিমাকে মা’র পিসতুতো বৌদি এই কথা বলেছিলেন)।(লিখেছি ১১।৬।২০১৯)। (তত্ত্ব সব জানলেও প্রয়োগ জানা নেই)৷

(ফ)

১ / ২২২ ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বে (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (ছেলেকে বোঝানোর সময় বলতেন)৷

(ব)

১ / ৭ বাচতে দিলনা ভাত কাপড়, মরলে কোরব দান সাগর (বিমল জামাইবাবু - রাঙাদির স্বামী)। (লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ১২ বউ বড় রূপসী, শীত কালে শীতকাটা, গ্রীষ্ম কালে ঘামাচি (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

৩ / ৩১ বিক্রমপুইরা কাউয়া (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (যেহেতু বিক্রমপুর জল প্রধান জায়গা সেজন্য বিক্রমপুর এর বেশীর ভাগ ছেলেরাই শিক্ষিত হোত এবং রোজগারের জন্য বাইরে বাইরে ছড়িয়ে পড়ত)৷

৪ / ৪৩ বনে বনে আছে মা ধইরা ধইরা খাও (মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।(নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া)৷

৫ / ৫৪ বাপ-দাদার নাম নাই, চান মোড়লের বেওয়াই (শ্রুতি)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (যে ব্যক্তি নামকরা বংশে জন্মাননি, তেমন কোনও পরিচিতি নেই, তিনি যখন কোনও খ্যাতিযুক্ত ব্যক্তি বা পরিবারের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা প্রকাশ করেন)৷

৬ / ৫৫ বাধা না মানে গাধা (মা)।(লিখেছি ৫।১২।২০১৮)। (ছেলেকে বকার সময়)৷

৭ / ৬৯ ববর (বাবার) চরণ নমস করন টক (টাকা) পঠব (পাঠাবে) ত (তো)পঠব ন পঠব ত ন খত ন খত মরব (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (ছেলে শহরের স্কুলে পড়ে৷ টাকার দরকারে বাবাকে চিঠি লিখেছে; বিদ্যা লাভ খুব কমই হ’য়েছে, কিন্তু টাকার দরকার – তাই এই চিঠি)৷

৮ / ৯০ বিত্তবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে (শ্রুতি)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৯ / ৯৯ বলং বলং বাহুবলং (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (বাহুবলই বল৷ নিজের শক্তিই আসল শক্তি)৷

১০ / ১০১ বিপদে পড়লে তিনমাথার (বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ মানুষ এর)কাছে বুদ্ধি নিও (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (তিন মাথা মানে যে মানুষ উবু হ’য়ে বসে থাকে এবং তার মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গোঁজা থাকে অর্থাৎ দুই হাঁটু এবং মাথা মিলে তিন মাথা)৷

১১ / ১০৬ বাইঝ্যা থাক কাম হইব (মা)।(লিখেছি ১১।১২।২০১৮)। (লেগে থাক কাজ হবে বা ফল লাভ করবি)৷

১২ / ১৩৩ বন্ধুরে ঠকানির লাইগা কম দিলাম কড়ি কাঠাল খাইলাম সিলিমপুর (সেলিমপুর) গু খাইলাম আইয়া বাড়ী (মা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (কাঁঠাল কিনে বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি ক’রে খেয়েছে; বীচি গুনে কে কটা কোয়া খেয়েছে সেই হিসাবে পয়সা দিয়েছে; যে বন্ধু চালাক সে কিছু কোয়া বীচি শুদ্ধ খেয়েছে যাতে পয়সা কম দিতে হয়; রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় মাঠে পুকুরের ধারে পায়খানা ক’রে এসেছে; রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে; পরের দিন সকালে বউ গেছে পুকুরে; সেখানে সুন্দর কাঁঠাল বীচিগুলো দেখে তুলে এনে খাওয়ার সময় স্বামীকে দিয়েছে; স্বামী কাঁঠাল বীচি পাওয়ার বিবরণ জেনে এই খেদোক্তি ক’রছেন)৷

১৩ / ১৩৪ বিদ্বানের সঙ্গে গাছতলায় বাস করাও সুখের (মা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)।

১৪ / ১৫৫ বিকৃত করিয়া মুখ চুলকাইতে বড় সুখ (ডাঃ পবিত্র রায়চৌধুরী এবং প্রোফেসর মণিময় গাঙ্গুলি দাদের রোগীদের সম্বন্ধে ব’লতেন)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (নিন্দুকেরা ও এইরকমই করে মানে পরের সমালোচনা মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া আনন্দ পায়)৷

১৫ / ১৮৫ বান্দরের লাহান (বাঁদরের মতো) গাসে গাসে (গাছে গাছে) ফাল (লাফ) পাইরা ব্যাড়াস্ (বেড়াচ্ছিস) ক্যান্ (শ্রুতি)৷(লিখেছি ২৮।১২।২০১৮)। (শিক্ষক মশাই ছাত্রকে বকা দেওয়ার সময় ব্যবহার করেছেন)৷

১৬ / ১৮৮ বউ তোমার হাতেই সমান সিদ্ধ সমান লবণ হইব (দিদিমার শাশুড়ী)।(লিখেছি ০১।০১।২০১৯)। (নিজের বৌমার রন্ধনশৈলীর ব্যাপারে খুবই নিশ্চিন্ততার প্রকাশ)৷

১৭ / ১৯৪ বড় ডাক্তাররে দেখাইলে আখেরে (শেষমেষ) লাভই হয় (মা)।(লিখেছি ০৪।০১।২০১৯)।

১৮ / ২০১ বড় ঘাটে নাও (নৌকা) বানছে (বেঁধেছে) খেসারত তো দিতেই হইব (মা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)। (নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কাজ ক’রলে বা বড় ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ ক’রলে তার জন্য নিজের অনেক খরচপাতি হয়)৷

১৯ / ২০৩ বাড়ী তৈরীর টাকা আর মেয়ে বিয়ের টাকা নাকি ভূতে জোগায় (শৈলেন্দ্র কুমার পাল স্যর)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)।

২০ / ২০৬ বৈরাগী টং টং কাউঠ্যা (কচ্ছপ) খাইতে বড় রং (ছোড়দা)।(লিখেছি ০৭।০১।২০১৯)।

২১ / ২১১ বইসা বইসা খাইলে কুবেরের ধনও শেষ হয় (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

২২ / ২১৫ বিপদকালে / বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

(ভ)

১ / ৩৮ ভিড়াইয়া দিলাম বাদশা বনে খায় না না-খায় তা ধোকড়ে জানে (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ৭৯ ভাঙস ভাঙস ত্যালের মাইট (তেল রাখার মাটির পাত্র যেমন কলসী বা হাঁড়ি) তবু তুমি ষাইট ষাইট (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (নাতি নাতনিদের সব দুষ্টুমি মাপ আর ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের দোষ ঢাকার জন্য অনেক সময় ব্যবহার করা হয়)৷

৩ / ১৭০ ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিওনা (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)।

৪ / ২২৫ ভোজনের সঙ্গে বচন ভাজা (আমি)(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)। (পুরুষ মানুষ খেতে ব’সলে ভদ্রমহিলাদের যত অভিযোগ, দাবিদাওয়া, ঝামেলার কথা ইত্যাদি পরিবেশিত হয়)৷

(ম)

১ / ১০ মাছের বল জল, জলের বল মাছ (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (সবাই মিলে একসঙ্গে থাকলে পরস্পরের শক্তি বৃদ্ধি হয়)৷

২ / ১৭ মরণ কালে হরির নাম (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (সারা বছর লেখাপড়া না করে পরীক্ষার আগে লেখাপড়া করা ; শেষ মুহূর্তে কাজ করা)৷

৩ /৬৭ মরতে মরে বাইশ্যা (বংশীবাদক)(মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। (যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় সাধারণতঃ সবচেয়ে কমজোরী নির্দোষ ব্যক্তির উপরে খাঁড়া নেমে আসে)৷

৪ / ১০৪ মাগ্গে (পাছায়) নাই চাম রাধাকিষ্টেব নাম (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১১।১২।২০১৮)। (যার দ্বারা যে কাজ সম্ভব নয় সে যদি সেই কাজ করতে চায়)৷

৫ / ১০৯ মুখে বলে হরি হরি প্যাটে বলে চুরি করি (ছোড়দা-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়)।(লিখেছি ১২।১২।২০১৮)। (ভণ্ডরা এরকম করে)৷

৬ / ১১৭) (বয়সে ছোট ছেলে দৌড়ে এসে বলল) মা, মা, বাবা আহে (আসে); উত্তরে মা আনন্দ ক’রে জিজ্ঞাসা করলেন-ক্যামতে বুঝলি রে? ছেলের উত্তর-ঐ যে ভ্যাবায়৷ (বাবা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (অবিভক্ত বাংলায় বহু পুরুষ মানুষ ঢাকা বিক্ম্রপুর থেকে বহু দূর দূরান্তে চাকুরি / উপা্র্জনের জন্য যেতেন৷ কিন্তু দুর্গা পূজোর আগে দেশের বাড়ী ফিরতেন৷ এরই মধ্যে যাঁদের বাড়ী দুর্গা পূজো হোত তাঁরা ঢাকা থেকে সমস্ত পূজোর উপকরণ মায় বলির পাঁঠাও বড় নৌকোয় বোঝাই ক’রে বিক্রমপুরে দেশের বাড়ী ফিরতেন৷ বহু নৌকো থেকেই পাঁঠারা চিৎকার করত (ভ্যাবাত); বাচ্চা ছেলে আগের বছরের পূজোর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে যে পাঁঠার চিৎকার (ভ্যা ভ্যা করা) আর বাবার বাড়ী আসা সমা্র্থক৷ তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যখন পাঁঠা চিৎকার করছে তখন বাবা বাড়ী আসছেন)৷

৭ / ১২৪ মেয়েদের বারো হাত কাপড়ে কাছা হয়না (শ্রুতি – বাবার কারও কাছে শুনেছিলেন এবং পরে আমাদের বলেছেন)।(লিখেছি ১৫।১২।২০১৮)। (মেয়েদের আবেগতাড়িত আগোছালো ভাব)৷

৮ / ১৩২ মাথায় থুইলে উকুনে খায়, পায়ে থুইলে পিপড়ায় খায় (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (নাতি নাতনী দের সম্বন্ধে বলছেন)৷

৯ / ১৪৩ মানুষের মন শ্রীবৃন্দাবন (মা)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)।

১০ / ১৪৮ মুখে বলে ‘হরি হরি’ প্যাটে বলে ‘চুরি করি’ (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)।

১১ / ১৪৯ মাকড় মারলে ধোকড় হয়, টিকটিকি মারলে গোবধ হয় (মা)।(লিখেছি ১৯।১২।২০১৮)। (এক মুনির শিষ্য টিকটিকি মেরেছিল জন্য মুনি বিরাট অনুষ্ঠান ক’রে তাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করান৷ কিন্তু নিজের ছেলে যখন একটি মাকড় মারে তখন কিছুই করতে হবেনা ব’লে বিধান দেন; একদেশদর্শিতার উদাহরণ)৷

১২ / ১৮৭ মরণের সাক্ষী চরণে (মা)।(লিখেছি ৩০।১২।২০১৮)। (মৃত্যুকাল আসন্ন হ’লে মানুষের পা ফোলে, পা এর বশ কমে, অনেক সময় বুড়ো মানুষ হঠাৎ প’ড়ে যায় ইত্যাদি)৷

১৩ / ১৯৬ মধুদের বাড়ী, টাকায় বিকায় তিনখান শাড়ী, আমরা গেলে নি পাই, আইজ আর নাই (মা)।(লিখেছি ০৫।০১।২০১৯)। (আমাদের কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা হ’লেই জিনিস অমিল হ’য়ে যায়)৷

১৪ / ২২১ মিনমিন করে কানসাড়া নারে (কান নাড়ায়) সেই বাঘেতে মানুষ মারে (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (দেখলে খুব সামান্যই বোঝা যায় এমন ব্যক্তিই বেশী ক্ষতিকারক হয়)৷

১৫ / ২২৬ মাখন, দই, খাওয়াইয়া কই? (অবিভক্ত দেশের পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ শহরের এক মাখন-দই বিক্রেতার কাছে দাদামণির শোনা)(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

১৬ / ২৩২ মানব চিত্ত ঘোর অন্ধকার (মা)।(লিখেছি ১৬।০১।২০১৯)।

১৭ / ২৩৭ মাগ্গ (পাছা) নাড়তে উদয় চান (চাঁদ)(ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৩১।০১।২০১৯)। (চূড়ান্ত অলস যে নড়াচড়া করতেই দিন শেষ হ’য়ে চাঁদ উদয় হয়)৷

১৮ / ২৪৩ মাইগা, যাইচা খাই, কারও দুয়ারে না যাই (মা)।(লিখেছি ২০।০২।২০১৯)। (ভিক্ষা ক’রে খাই, কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী যাই না)৷

(য)

১ / ২০ যে নারী সতীনে পড়ে বিধি তারে ভিন্ন গড়ে (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ৭৬ যতই চেষ্টা কর ললাটের লিখন ক্যাডা খন্ডাইব (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৭।১২।২০১৮)। (৯৮ নম্বরে মা’র উক্তি ও এইরকমই; একটু ভাষান্তর আছে)৷

৩ / ৭৮ যদু ধোপা মধু ধোপা, সব ধোপারই এক চোপা (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৪ / ৯৮ যতই লম্ফ ঝম্প কর / যতই চেষ্টা কর দেওয়াইয়ার (ভগবানের) ওজন ঠিক আছে (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (ভগবানের ওজন – ভগবানের দেওয়া নির্দিষট প্রাপ্য)৷ (৭৬ নম্বরে ঠাকুরমা’র উক্তি ও এইরকমই; একটু ভাষান্তর আছে)৷

৫ / ১০২ যদি পড়ে চঙ্গের (মাটির বা টিনের ঘরের ত্রিকোণাকার ছাদের তলায় মাচা থাকত এবং তাতে নানা রকম জিনিসপত্র রাখা হ’ত যেগুলো মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হ’ত) মই এই বা রঙ্গ থাকব কই? (মা)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (সংসারের দায়িত্ব যখন ঘাড়ে পড়বে তখন এই রকম উড়ে বেড়ানো বজায় থাকবে না)৷

৬ / ১১৯ যাও ছিল শুইয়া বইয়া তাও নিল বইদ্যে ছুইয়া (মা)।(লিখেছি ১৪।১২।২০১৮)। (রোগগ্রস্ত হয়েও এক রকম চলছিল কিন্তু বৈদ্যের চিকিৎসায় আরও খারাপ হ’ল)৷

৭ / ১২৮ যার পাচে (পাঁচ বছর বয়সে) হয়না তার পাচের পিছনে শূণ্য পড়লেও (পঞ্চাশ বছর বয়সেও) হয়না (গোঁসাই)(মা)।(লিখেছি ১৬।১২।২০১৮)। (ছোট বয়সে কোন কিছু না শিখলে বেশী বয়সে আর শিখে ওঠা যায় না)৷

৮ / ১৫৯ যে জাইগ্যা (জেগে) ঘুমায় তারে কি জাগানি যায় (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)।(জ্ঞানপাপী)৷

৯ / ১৬১ যার নাই এক নাও (নৌকা) তার জোটে শতেক নাও (মা)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)। (যাঁকে কেউ দেখার নেই তাঁকে দেখার অনেকেই আছেন)৷

১০ / ১৬৮ য্যামন জুটে ত্যামন তো খাবি (মা)।(লিখেছি ২৪।১২।২০১৮)।

১১ / ২২০ যার হাটুতে ব্যথা সে বলে মরুম, আর যার গলায় ব্যথা সে বলে বাচুম (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (অল্প অসুস্থতায় বেশী চেঁচামেচি)৷

১২ / ২২৪ যশোদা বড় ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী (আমার দিদিশাশুড়ী তাঁর নাতনি দীপালী (সুকৃতি)কে বলতেন কারণ আমার শ্বশুরমশাই তাঁর তৃতীয়া কন্যা দীপালীকে ‘মা’ ব’লতেন; এই দীপালীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে) (লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)।

১৩ / ২৩৬ যায় শত্রু পরে পরে (মা)।(লিখেছি ৩০।০১।২০১৯)। (আপদ অন্যের ওপর দিয়ে যাক, আমি যেন জড়িয়ে না পড়ি)৷

১৪ / ২৪৯ যুগের পেট কি আর সাজে ভরে? (মা)।(লিখেছি ০১।৩।২০১৯)। (তাৎক্ষণিক সমাধান দীর্ঘস্থায়ী হয়না)৷

১৫ / ২৫৪ যে দিনটা যায় সেদিনটাই ভাল যায় (ছোটমাসী)।(লিখেছি ২২।৪।২০১৯)। (ক্রমাগত অনিশ্চিত আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন)৷

(র)

১ / ১৬৯ রাইক্ষসের (রাক্ষসের) মা’র চুমা (চুমু), মাংস খায় ডুমা ডুমা (চাকা চাকা) (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ২৪।১২।২০১৮)। (নাতনিদের সন্তানদের অতিরিক্ত আদর দিতে দেখলে ব’লতেন)৷

২ / ১৮০ রাত উপোসী হাতি ও শুকোয় (শাশুড়ীমা; শ্রীমতী দীপালীর কাছ থেকে শুনেছি)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)।

৩ / ১৯২ রুগী এখন-তখন বদ্যি ছয়মাসের পথ (মা)।(লিখেছি ০৪।০১।২০১৯)। (কোন ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার কিনতু পরিস্থিতি যা তাতে আশু ব্যবস্থা নেওয়া দুঃসাধ্য)৷

৪ / ২২৯ রামু আমি কি মাথা ঝুলামু (ঝোলাব / দোলাব)? (মা)।(লিখেছি ১৫।০১।২০১৯)। (রামু খুব ভাল গান গায় এবং মঞ্চে ব’সে যখন সে গান গাইছে তখন শ্রোতাদের অনেকেই মোহিত হ’য়ে মাথা নেড়ে তারিফ ক’রছেন৷ এই অবস্থায় রামুর বাবা যিনি গান জানেন নাতিনি মঞ্চস্থ ছেলেকেই মাথা ঝোলাবেন কিনা গান গাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা ক’রছেন অর্থাৎ কোন বিষয় না জানা লোকের দিশাহারা বিড়ম্বনার অভিব্যক্তি)৷

৫ / ২৪৬ রাজায় কইসে বউয়ের ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই (শ্রুতি)।(লিখেছি ২২।০২।২০১৯)। (রাজা যদি ‘শালা’ সম্বন্ধ ক’রে গাল দেন তাও আনন্দের সঙ্গে হজম করা হয়)৷

(ল) নেই

(শ)

১ / ৪৮ শাখাহাতি (শাঁখা হাতে পরা গৃহিণী) শাখা নাড়ে (ঘরের ভেতর অন্য কাজ করার আওয়াজ; ভিকাইরা (ভিখিড়ি) ভাবে তার ভাত বাড়ে (তাকে দেওয়ার জন্য আর কি)(মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

২ / ৬৬ শুভক্ষণে প্যাটে থুইসিলাম ঝি তা’র কল্যাণে দেখলাম আমি রাজার বাড়ীর ‘ই’ তার এই মুড়া দিয়াও ‘ই’ ঐ মুড়া দিয়াও ‘ই’ (মা)।(লিখেছি ৬।১২।২০১৮)। ( মেয়েকে রাজবাড়ীতে বিয়ে দিয়ে হাতি (‘ই’ এবং ‘ই’ তারই দ্যোতক) দেখেছেন)৷

৩ / ১১৪ শিশুনায়ক আর বহু নায়ক সংসার নষ্ট করে (মা)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (শিশুর সার্বিক বিচার বোধ থাকেনা আর বহু লোক যদি নানা রকম দিক নির্দেশ করে তবে সংসার তরণী সঠিক দিকে চলেনা, ধ্বংস হয়)৷

৪ / ১১৬ শঙ্করীর খাওয়া, কশি খুলে খাওয়া (শ্রুতি)।(লিখেছি ১৩।১২।২০১৮)। (অস্বাভাবিক খাওয়া)৷

৫ / ১৩৭ শুনসসনি এই যাত্রা পালায় কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণে কয়, রাধার কথা রাধায় কয় আর বিন্দের (বৃন্দের) কথা কয় বিন্দে (মা’র কোনো জ্যেষ্ঠা আত্মীয়া)।(লিখেছি ১৮।১২।২০১৮)। (যে যুগে পুরুষ মানুষরা মেয়ে চরিত্রে অভিনয় ক’রতেন সেই যুগে হয়তো কোনো যাত্রা পালায় মেয়েরা মেয়েদের পার্ট ক’রেছিলেন সেখানেই শ্রোতা-দর্শকদের বিস্ময়)৷

৬ / ২৪২ শিকারের সময় কুত্তার হাগা (ছোড়দা)।(লিখেছি ১৮।০২।২০১৯)। (কুকুর শিকারের পিছনে দৌড়োনোর আগে পায়খানা ক’রে তাারপরে শিকারের পিছনে দৌড়োয়৷ খুব দরকারের সময় অন্য কাজে সময় নষ্ট করা)৷

(ষ) নেই

(স)

১ / ৬ সব কথা আছে মোর চিত্তে কাথা কাইড়্যা নিসে (নিয়েছে) মাঘ মাসের শীত্তে(মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)।

২ / ২২ সম্মুখ সুন্দরের ঝি (মা)।(লিখেছি ৩।১২।২০১৮)। (স্বামীকে কটাক্ষ করে মেয়েকে বকাবকি করা; বাবার অহেতুক কন্যাস্নেহকে কটাক্ষ করা)৷

৩ / ৪৫ সম্পত্তি আছে লাইড়্যা চাইড়্যা (নেড়ে চেড়ে) খাইব - চিন্তা কি (পূর্ব পুরুষের কথা-বাবার কাছে শোনা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৪ / ৮২ সরকারী (আগের কালের জমিদার) বাড়ীর ভাত খাও, বাজারের ভাও (দাম) ট্যার পাও না (বাবা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (পরের পয়সায় বা রোজগারে খাও, মূল্য হিসাব কর না)৷

৫ / ১২৫ স্ত্রী দের ক্ষেত্রে ‘আই বি এস’ কি ‘ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম’ না ‘ইরিটেবল ব্রেইন সিনড্রোম’ (আমার ভায়রাভাই শ্রী আলোক রায় মহাশয়)।(লিখেছি ১৫।১২।২০১৮)।

৬ / ১৫৬ সতেরো শিঙ্ নড়েচড়ে, কোন শিঙ্ য্যান্ (যেন) ধইরা মারে (মা)।(লিখেছি ২০।১২।২০১৮)। (বহুবিধ বিপদ যখন ঘিরে ধরে তখন যে কোন ও একটা বিপদইই মেরে দেওয়ারপক্ষে যথেষ্ট)৷

৭ / ১৬৩ স্বাবলম্বনই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা (মাকে ময়মনসিংহের রামকৃষ্ণ মিশনের কোন ও সন্ন্যাসী দেশভাগের আগে ব’লেছিলেন)।(লিখেছি ২১।১২।২০১৮)।

৮ / ১৮২ সিংহের থাকত তিন কাটা, জলে নামত কোনব্যাটা (মা)।(লিখেছি ২৭।১২।২০১৮)। (যখন মানুষ বলবান থাকেতখন তকে কোন ও শত্রু বশ ক’রতে পারে না)৷

৯ / ১৯৯ সবের মধ্যেই আস নিমাই, কিসুর মইধ্যেই নাই (মা)।(লিখেছি ০৬।০১।২০১৯)। (নিরাসক্ত ভাব৷ পাঁকে থেকেও পাঁকাল মাছের মতো - গায়ে পাঁক লাগেনা)৷

১০ / ২৩৪ স্বভাব যায় না ম’লে, বয়েস যায়না ধুলে (দীপালী।(লিখেছি ২৪।০১।২০১৯)।

১১ / ২৫০ সাতখোপ কবুতর (পায়রা) খাইয়া বিড়াল হইসে তপস্বী (মা)।(লিখেছি ১০।৩।২০১৯)। (বহু কুকর্ম ক’রে ধার্মিক সাজা)৷

১২ / ২৫৮ স্বামী – স্ত্রীর ঝগড়া দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা মাপে (শ্রুতি)। (লিখেছি২৬।৪।২০১৯)।

১৩ / ২৬২ স্বরবর্ণ হও, ব্যঞ্জনবর্ণ হোয়োনা (আমি)।(লিখেছি ২১।৫।২০১৯)। (অন্যকে গঠনে সাহায্য কর)৷

১৪ / ২৬৩ সবসময় ‘ভাবে সপ্তমী’ করবিনা (মা)।(লিখেছি ২১।৫।২০১৯)।(এটা হ’লে ওটা করা যাবে এই জাতীয় এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিবিনা)৷

১৫ / ২৬৪ সোনামামী যে পান্তাভাত খাইসে, আমি ঐ পান্তাই খামু (মা)।(লিখেছি ২৫।৫।২০১৯)। (সোনামামী পান্তা খাওয়ার আগে ননদের ছেলেকে অনেকবার বলেছেন পান্তা খাওয়ার জন্য; কিন্তু সে খাবেনা বলেছে৷ এইবার সোনামামীর খাওয়া শেষ হওয়ার পরে হঠাৎ তার ঐ পান্তাই খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে – মানে মামীকে বিপদে ফেলার মতলব)৷

(হ)

১ / ৪৪ হারামজাদা রএ্যাজালা (ভীষণ জ্বালাতনকারী)পোলা (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)। (ঠাকুরমা তাঁর নাতিদের রেগে গিয়ে বা আদরের বহিঃপ্রকাশে বলতেন)৷

২ / ৪৬ হটাৎ হটাৎ (হঠাৎ হঠাৎ) ভিতরখান বাইর অইয়া (হইয়া) আসে (মা)।(লিখেছি ৪।১২।২০১৮)।

৩ / ৯১ হয় কথা নয় করে গুতাগুতি সার করে (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)। (মীমাংসিত বিষয় নিয়ে নূতন করে বিবাদ করা)৷

৪ / ৯৪ হাতি ঘোড়া গ্যাল তল, বক বলে কত জল (ঠাকুরমা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৫ / ৯৫ হাতি যদি প্যাকে (কাদায়) পড়ে চামচিকায় ও লাথ্থি মারে (মা)।(লিখেছি ৮।১২।২০১৮)।

৬ / ১০৩ হা করার ঘরের কার্তিকা (ছোড়দা-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়)।(লিখেছি ১০।১২।২০১৮)। (অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া পরিবারে কার্তিকের মত সুপুরুষ)৷

৭ / ১১০ হরি খুব ভাল ছেলে ডাইল (ডাল) বিনুন (ব্যঞ্জন) তো খায়ইনা ভাত ও অল্প অল্প খায় (ছোড়দা-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়)। (লিখেছি ১২।১২।২০১৮)।(নিমন্ত্রণ ক’রে এনেছে অথচ খাওয়ার যোগাড় সেরকম নেই; সেজন্য সামনে ব’সে এ রকম বলছে যাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাধ্য হ’য়ে সৌজন্য বজায় রেখে কম খায়)৷

৮ / ১৭৩ হাইট্যা ছাগল ধরে না দৌড়াইয়া ছাগল পায়না (মা)।(লিখেছি ২৫।১২।২০১৮)। (সময়ের কাজ সময়ে না করলে পরে আর তা সম্পন্ন করা হ’য়ে ওঠেনা)৷

৯ / ২১৮ হাইগ্যা (পায়খানা ক’রে) শোচে না মুইত্যা (পেচ্ছাপ ক’রে) নামে গলা জলে (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)।

১০ / ২১৯ হাগবা (পায়খানা ক’রবে) কাছে, মুতবা দূর, ছ্যাপ (থুতু) ফালাইবা অধিক দূর (মা)।(লিখেছি ০৯।০১।২০১৯)। (থুতু নাকি অধিকতর সংক্রামক)৷

১১ / ২৫১ হাইগা (পায়খানা ক’রে) খায়, খাইয়া (খেয়ে) মুতে (পেচ্ছাপ করে), তারে নিতে যমে কুথে (কোঁৎ পারে মানে কষ্ট হয়) (সেজ জামাইবাবু)।(লিখেছি ১২।৩।২০১৯)।

(ড়) নেই

(ঢ়) নেই

(য়) নেই